চতুর্থ অধ্যায়

ভাষা বৈচিত্র্য : মান্য প্রবাদের সাথে বাঁকুড়ার প্রবাদের সাদৃশ্য-বৈশাদৃশ্য

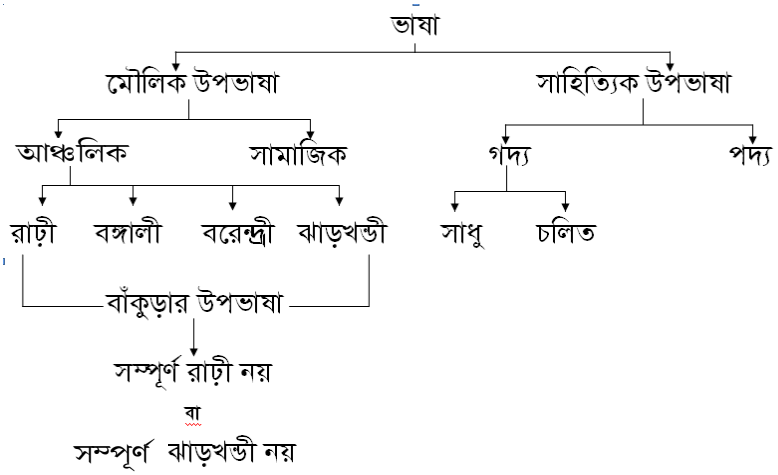

ভাষা হল উপভাষার সমষ্টি রূপ। আমরা যে ভাষায় কথা বলি তা হল উপভাষা। ভাষা হল নিরাকার (abstract) এবং উপভাষা হল সাকার (Constract)। সুতরাং ভাষা হল উপভাষার সমাহার। ভাষার উপাদানের মধ্যে পরিপূরক সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। তা সাহিত্যিক বা সামাজিক বা আঞ্চলিক যে কোন ভাষা রূপ হোক। এই উপভাষার উপাদানের বৈচিত্র্য হল উপভাষিক বৈচিত্র্য — একটি মৌখিক আপরটি সাহিত্যিক উপভাষা। গদ্য ও পদ্যের লৈখিক রূপ হল সাহিত্যিক উপভাষা। সাহিত্যিক উপভাষা, সামাজিক উপভাষা, আঞ্চলিক উপভাষা পরস্পর বিনিময়মুখী। কাজেই সামাজিক আঞ্চলিক ও সাহিত্যিক উপভাষার মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

ক. সাহিত্যে প্রাপ্ত শিষ্ট ভাষার প্রবাদ ও লোক মুখে প্রাপ্ত প্রচলিত বাঁকুড়ার প্রবাদের সাদৃশ্য :

স্থান-কাল-পাত্র ভেদে উপভাষাগত ধ্বনির তারতম্য হয়ে থাকলেও প্রবাদে ভঙ্গি ও চিন্তার আশ্চর্য্য মিল বর্তমান। প্রাসঙ্গিক বাঁকুড়ার ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মের ভিন্নতার কারণ থাকা সত্ত্বেও প্রবাদে বর্হিগঠনের প্রভেদ ও অন্তর্মুখী বিষয়ের অর্থগত মিলটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

লোক মুখে প্রাপ্ত প্রচলিত বাঁকুড়ার প্রবাদ		সাহিত্যে প্রাপ্ত শিষ্ট ভাষার প্রবাদ
১	লাউ কাটত্যে পারে না ছুঁড়ি / ডিংল্যা কাটত্যে দৌড়াদৌড়ি। (বিষ্ণুপুর, বাহাদুরগঞ্জ)	১. অকাজে বউড়ী দড়, লাউ কুট্‌তে খরতর। (আশু, পাতা-১) ২) অকাজে বউড়ী দড়, লাউ কুট্‌তে খরতর। (সুশীল, পাতা-১)
২	কাঁচায় না নুইলে বাঁশ / পাকাতে করে ট্যাঁস ট্যাঁস। (ইন্দাস, রায়পাড়া)	১. অকালে না নোয় বাঁশ, বাঁশ করে ট্যাশ ট্যাশ। (আশু পাতা-১) ২. অকালে না নোয় বাঁশ, বাঁশ করে ট্যাশ ট্যাশ। (দুলাল-পাতা-২) ৩. নোয়াইলে কাচা বাঁশ, পাকলে করে ঠাশ্‌ ঠাশ্‌। (হানীফ পাতা-১৪৬)
৩	বউ আমার রান্তে জানে নাই কুলে বেগুনে / ফুঁ দিয়ে মুখ পুড়ে গেল তুষের আগুনে। (পাত্রসায়ের, বীরসিংহ)	১. অবাক্‌ করলে বেগুনে, ফুঁ দি'য়ে মুখ পুড়ে গেল তুষের আগুনে। (আশু, পাতা-১০) ২. অবাক করলে বেগুনে, ফুঁ দি'য়ে মুখ পুড়ে গেল তুষের আগুনে। (বরুণ, পাতা-৬৮), (দুলাল, পাতা-৩২) ৩. অবাক্‌ করলে বেগুনে, ফুঁ দিতে মুখ পুড়ে গেল তুষের আগুনে। (সুশীল, পাতা-১০২)
৪	আগে আঁখঝাড়ট্যা দিল্যে / এখন গুড়পায়ট্যা দিতে হত নাই। (পাত্রসায়ের, বীরসিংহ)	১. আখ দিতে পারে না, গুড়ের নাদা ধ'রে দেয়। (আশু, পাতা-২২) ২. আখ গাছটির লোভে গুড় পেয়েটি গেল। (সুশীল, পাতা-১১৩)
৫	খাচ্ছিল্য তাঁতী তাঁত বুন্যে / ক্যাল করল্য তাঁতী এঁড়্যা গরু কিন্যে। (বিষ্ণুপুর, মধুপুর)	১. খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে। কাল করল তাঁতী এঁড়ে বাছুর কিনে। (আশু, পাতা-১৬৫) ২. খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল করল এঁড়ে গরু কিনে। (হানীফ, পাতা-১৭৮)
৬	উপর থেকে পড়ে গেল দুমুখা সাপ / যার যেথায় ব্যথা তার সেথায় হাত। (পাত্রসায়ের, নতুনগ্রাম)	১. উপর থেকে পড়ে গেল জন পাঁচ সাত/যার যেথায় ব্যথা তার সেথায় হাত। (আশু পাতা-২৭) ২. পড়ল কথা সভার মাঝে যার কথা তার বাজে। (দুলা পাতা-২৪৮), (হানীফ, পাতা-২৬৩), (আশু, পাতা-৩৪৭) ৩. পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে। (সুশীল, পাতা-৪৮৮),
৭	আপন পানে চায়না ছুঁড়ি / পরকে বলে তবড়াগালি। (পাত্রসায়ের, বীরসিংহ, গয়লাপাড়া)	১. আপ পানে চায় না শালী, পরকে বলে টোবো গালি। (আশু, পাতা-৪১), (জেমস্‌ লঙ, পাতা-৬) ২. আপনার পানে চায় না শালী, পরকে বলে টোবো গালি। (সুশীল, পাতা-১৫৯)

৮	আম খাচ্ছু আম খা / আঁঠির কি দরকার। (বিষ্ণুপুর, বাহাদুরগঞ্জ)	১. আম খাওয়া নিয়ে কথা, আঁটি নিয়ে কি মাথা ব্যথা। (আশু,পাতা-৪১), (বরুণ, পাতা-৪৫)
৯	জুমড়্যা কাঠের ঢেঁকি। (বিষ্ণুপুর, ডিহর)	আমড়া কাঠের ঢেঁকি। (আশু, পাতা-৪৫)
১০	কুথাউ কিছু নাই ঢ্যাঁকশালাক্যে চাঁন্দুয়্যা। (রাইপুর,মন্ডলকুলী)	১. আসল ঘরে মশাল নেই, ঢেঁকিশালে চাঁদুয়া। (আশু, পাতা-৫৭) ২. আসল ঘরে মশাল নেই, ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া। (ওয়াকিল আহমেদ, পাতা-৬৯)
১১	এ্যাক পয়সা নাই ঝুলিত্যে / লাফ দিচ্ছে কুলিত্যে। (বড়জোড়া, পাহাড়পুর)	১. এক পয়সা নেই থলিতে, লাফিয়ে বেড়াই তবু গলিতে। (আশু, পাতা-৭৫), (দুলাল, পাতা-৭১)
১২	১. আঁড়স্যা খ্যাইছ্যঁ / আঁড়স্যার ফর জানে নাই। (গঙ্গাজলঘাটি, ঘটকগ্রাম) ২. আঁসকাটি খাস ফর গুনুস নাই। (খাতড়া, বহড়ামুড়ি)	১. আঁস্‌কে খায়, তার ফোঁড় গণে না। (আশু, পাতা-৫৭) ২. আঁস্‌কে খায়, তার ফোঁড় গণে না। (দুলাল, পাতা-৫৭) ৩.আঁশকে খাও ফোঁড় গোন না। (জেমস্ লঙ, পাতা-৮)
১৩	উড়তে লারে ফুরফুর করে। (সারেঙ্গা,সুখাডালি)	১. উড়তে পারে না ফরফর করে। (আশু, পাতা-৬৫) ২. উড়তে পারে না ফুরফুর করে। (লঙ, পাতা-১০)
১৪	এত যদি সুখ কপাল্যে / তবে ছেঁড়্যা কাঁথ্যা ক্যান্যে কাগ বগল্যে। (খাতড়া, জীবনপুর)	১. এত সুখ কপালে, কাঁথা কেন তবে বগলে! (হানীফ, পাতা-১৫৯) ২.এত সুখ কপালে, তবে কেন কাঁথা বগলে (আশু, পাতা-৯২। ৩.এত যদি সুখ কপালে, তবে কেন তোর কাঁথা বগলে ? (দুলা, পাতা-৭৮) ৪. এত সুখ যদি কপালে, তবে কেন কাঁথা বগলে। (সুশীল, পাতা-১৮৮)
১৫	এমন দিন কি যাব্যেক / খ্যাড় দিয়ে যে মাথা বান্দে / তারও ভাতার হব্যেক। (সোনামুখী, শ্যামবাজার)	এমন দিনও যায়, খড় দিয়ে যে চুল বাঁধে সেও ভাতার পায়। (আশু, পাতা-৯৪)
১৬	দুধ গুঁড়্যা নাই শুকনা চিঁড়্যা / প্যাট পুরে খ্যা আমার কির‍্যা। (খাতড়া, বহড়ামুড়ি)	কথার দই কথার চিঁড়ে, না খাও ত আমার কিরে। (আশু, পাতা-১০৭)
১৭	যত বকবি বক কেন্ন্যা, কানে দিয়েচি তুলা, যত মারবি মার কেন্ন্যা, পিঠ্যে দিয়েচি কুলা। (বিষ্ণুপুর, বাহাদুরগঞ্জ)	১. কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো / তোরা যত পারিস বল, যত পারিস কিলো। (আশু, পাতা-১৩২) ২. মার আর ধর, আমি পিঠে করেছি কুলো। বকো আর ঝকো, আমি কানে দিয়েছি তুলো।

		(আশু, পাতা-৪৬৭) ৩. কানে দিয়েচি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো।(সুশীল, পাতা-২৩১)
১৮	১. ক্যায়েত মর‍্যে জল্যে ভাস্যে / শুগনি বলে কুন ছল্যে আস্যে। ২. মর‍্যা ক্যায়েত জল্যে ভাস্যে / কাগ বলে কুন ছল্যে আস্যে । (গঙ্গাজলঘাটি, অমরকানন)	১.কায়েত ম'রে জলে ভাসে কাক বলে, ফিকিরে আসে। (আশু, পাতা-১৩৪) ২. কায়েত মরে জলে ভাসে কাক বলে ফিকিরে আসে। (সুশীল, পাতা-২৩৪)
১৯	গান মান জানি নাই / খাই পান দক্তা / মাগ ভাতারে শুয়ে থাকি / হেত্তা হত্তা। (সোনামুখী ,মাইতো কার্ত্তিক)	১.গান জানি না, মান জানি না, খাই একপাতা দোক্তা। প'ড়ে আছি শিমূল গাছের তক্তা। (আশু, পাতা-১৮৭) ২. গান জানি না মান জানি না, খাই একপাতা দোক্ত। পড়ে আছি শিমুল গাছের তক্তা। (আশু, পাতা-১৮৭) ৩. গান জানিনা মান জানিনা। খাই একপাতা দোক্তা। পড়ে আছি শিমুল গাছের তক্তা। (বরুণ, পাতা-১৮৬)
২০	ঘরের সত্তুর বিবিসন। (বিষ্ণুপুর, ধোবাপাড়া)	ঘরের শত্রু বিভীষণ। (আশু, পাতা-২১০)
২১	জন্দ্যার ডরে পালিয়ে গিয়ে / ত্যাঁতুল তলায় বাস। (গঙ্গাজলঘাটি, অমরকানন)	১. টকের জ্বালায় দেশ ছাড়লাম, তেঁতুল তলায়, বাস। (বরুণ, পাতা-৮৬) ২. টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুল তলায় বাসা। (আশু, পাতা-২৬১) ৩. টকের ভয়ে পালিয়ে এসে তেঁতুল তলায়বাসা। (দুলাল, পাতা-১৮৫), (হানীফ, পাতা-১৭৩) ৪. টকের জ্বালায় দেশ ছাড়লাম, তেঁতুল তলায় বাস। (সুশীল, পাতা-৩৮৭)
২২	ক্যাঙ্গল্যাস্যের দোড় রন্দগড়্যা। (বিষ্ণুপুর, বাহাদুরগঞ্জ) টিকটিকির দোড় রন্দগড়্যা। (বিষ্ণুপুর, চকবাজার)	১. মোল্লার দৌড় মসজিদ তক্। (আশু, পাতা-৪৭৯), (বরুণ, পাতা-১৯৭) ২. টিকটিকির দৌড় বাদার গোড়া। (আশু,পাতা-২৬৩) ৩. মোল্লার দৌড় মস্‌জিদ পর্যন্ত।(আশু, পাতা-৮১)
২৩	তুলুস তলায় দিয়ে বাতি / পুরান ঢ্যামন হয়েছে সতী। (বড়জোড়া,পাহাড়পুর)	১.তুলসী তলায় দিয়ে বাতি, পুরান পাপী হলেন সতী। (আশু, পাতা-২৮৪) ২. তুলসী তলায় দিয়ে বাতি, পুরান পাপী হলেন সতী। (সুশীল, পাতা-৪১২)
২৪	সাত মন ত্যাল ও পুইড়ব্যেক নাই / রাধাও নাইচব্যেক নাই। (সারেঙ্গা, সুখাডালি)	১. ন মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। (আশু, পাতা-৩২৬) ২. তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। (আশু,

		পাতা-২৮৫) ৩.একমন তেলও পুড়ি'বে না, রাধাও নাচিবে না। (জেমস্ লঙ, পাতা-১৩) ৪. আশি মন ঘি জুটবে না, রাধাও নাচবে না। (ওয়াকিল আহমেদ, পাতা-৫৬) ৫. তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। (সুশীল, পাতা-৪১৩)
২৫	দিতে শুত্যে নাই শক্তি / পসাদ খাবার বড় ভক্তি। (বাঁকুড়া,কেঞ্চাকুড়া)	দিতে নাই শক্তি,প্রসাদ খাবার বড় ভক্তি। (আশু, পাতা-৩০১)
২৬	ভাতার নাই সহাগ নাই কপাল ভর্যা সিঁন্দুর / ঘর নাই দৈলত নাই ঘর ভরা ইঁন্দুর। (সিমলাপাল, সাবড়াকোন)	১. ধান নেই চাল নেই, গোলাভরা ইন্দুর / ভাতার নেই পুত নেই কপাল ভরা সিঁন্দূর। (আশু, পাতা-৩১৯) ২. ধান নেই চাল নেই, গোলাভরা ইঁন্দুর। ভাতার নেই পুত নেই, কপাল ভরা সিঁন্দূর। (দুলাল, পাতা-২২২) ৩. চাল নেই ধান নেই গোলা ভরা ইঁন্দুর। ভাতার নেই পুত নেই কপাল ভরা সিঁন্দুর। (জেমস্ লঙ, পাতা-৩২) ৪. ধান নেই চাল নেই, গোলাভরা ইঁন্দুর। ভাতার নেই পুত নেই, কপাল ভরা সিঁদূর। (সুশীল, পাতা-৪৫৪)
২৭	নাই মামাকে কানা মামা। (খাতড়া, বহড়ামুড়ি)	১. নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। (আশু, পাতা-৩৪২) ২. নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। (জেমস্ লঙ, পাতা-৫১), (দুলাল, পাতা-২৪০)
২৮	১. নাইচত্যে জানে নাই অঙ্গন ব্যাঁকা। (সুখাডালি, সারেঙ্গা) ২. নাচতে জানে নি বাইরট্যার দোষ। (মন্ডলকুলী, রাইপুর) ৩. নাইচত্যে জানে নাই উঠান বেঁক্যা। (সারেঙ্গা, সুখাডালি)।	১.নাচতে না জানলে উঠোনের দোষ। (আশু, পাতা-৩৩০) ২. নাচ্তে জানেনা উঠানের দোষ। (জেমস্ লঙ,পাতা-৫২) ৩. নাচতে না জানলে উঠানের দোষ। (সুশীল, পাতা-৪৬৯)
২৯	নিগুন্ন্যা সাপের ফন্যা কুলার মতন বড়। (গঙ্গাজলঘাটি, দুর্লভপুর)	নিগুনা সাপের কুলার মত ফনা। (আশু, পাতা-৩৩৫)
৩০	লিইধন্যার ধন হল্যে দিন্যে দেখ্যে তারা / লিভাতারীর ভাতার হল্যে বাসে বাপের পারা। (গঙ্গাজলঘাটি, অমরকানন)	১. নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা, নিভাতারীর ভাতার হলে বাসে বাপের পারা। (আশু, পাতা-৩৪০) ২. নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা।

		নিভাতারীর ভাতার হলে বাসে বাপের পারা। (ওয়াকিল আহমেদ, পাতা-১২৮) ৩. নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা নির্ভাতারের ভাতার হলে, বাসে বাপের বাড়া। (হানীফ, প্রথম খন্ড, পাতা-১২) ৪. নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা। নির্ভতারীর ভাতার হলে বাসে বাপের পারা। (সুশীল, পাতা-৪৮০)
৩১	পিঁমড়্যার পঁন্দ টিপে চিনি বার করা। (বিষ্ণুপুর, চকবাজার)	পিঁপড়ের পোঁদ টিপে রস বের করা। (আশু, পাতা-৩৬৬)
৩২	বান্দরের গলায় মুইক্তার মালা। (গঙ্গাজলঘাটি, অমরকানন)	বানরের গলায় মুক্তার মালা । (আশু, পাতা-৪০০) বানরের গলায় সোনার হার । (জেমস্ লঙ, পাতা-৬৪)
৩৩	বান্দরের হাত্যে ঝুনা নাইরক্যেল। (তালডাংরা, পাইসাগলি)	১. বানরের হাতে ঝুনো নারকেল। (আশু, পাতা-৪০), (বরুণ, পাতা-৩৩) ২. বানরের হাতে শালগ্রাম শিলা। (বরুণ, পাতা- ১৮) ৩. বানরের হাতে ঝুনো নারকেল। (সুশীল, পাতা-৫৫৪)
৩৪	ব্রাহ্মণকে গরু দান এবং চোখ তার কানা / ব্রাহ্মণকে বস্ত্র দান সহস্র তাঁতে বোনা / ব্রাহ্মণকে জমি দান ছিটকুড় তার মানা। (কোতুলপুর, বামুনআরী)	১.বামুনকে বস্ত্রদান, আলগা তার তানা, বামুনকে তাণ্ডুল দান, ভাঙ্গা খুদ দানা। বামুনকে তৈজস দান, মধ্যে তার ছেঁন্দা, বামুনকে গরু দান, সার তার লেদা, বামুনকে হরিনাম ওজন তার কম, এল যে পুরুত ঐ যজমানের যম। (আশু, পাতা-৪৫), (সুশীল, পাতা- ৫৬০)
৩৫	বামুণ বাদল বাইন / দইখন্যা পেলেই যান। (বিষ্ণুপুর, ভড়া)	১.বামুন বাদল বান দক্ষিণা পেলেই যান। (আশু, পাতা-৪০৬), (দুলাল, পাতা-২৭৯) ২. বামুন বাদল বান দক্ষিণা পেলেই যান। (সুশীল, পাতা-৫৬১)
৩৬	ভাত্যে ক্যান্যে ধান / ধান সিজ্যা মাগীকে আন। (খাতড়া, হাতিরামপুর)	১.ভাতে কেনো ধান, ধান শুকনীকে আন । (আশু, পাতা-৪৩৬) ২) ভাতে কেনে ধান, ধান -শুকনীকে আন । (সুশীল, পাতা-৬০০)
৩৭	মনে কর্য্যে ছিল্যম খাব চিঁড়্যা দই / বিধাত্যা লিখ্যে দিল্য / শুধু বাতাসা খই। (গঙ্গাজলঘাটি, দুর্লভপুর)	১. মনে করি খাব চিঁড়ে দই, বিধি মাপায় ধানশুদ্ধ খই। (আশু, পাতা-৪০৭), (দুলাল, পাতা-৩০৩) ২. মনে করি খাব চিঁড়া-দই, বিধাতা লিখেছেন ধান - শুদ্ধ খই। (হানীক, পাতা-১৮৯) ৩. মরে করি খাব চিঁড়ে দই, বিধি মাপায় ধানযুদ্ধ

		খই। (সুশীল, পাতা-৬১৬),
৩৮	মাথায় রাখল্যে ইকুনে খাই / ভুঁয়্যে রাখল্যে পিঁমড়্যায় খায়। (ওন্দা, মাকড়কোল)	১. মাথায় রাখলে উকুনে খাই, ভুঁয়ে রাখলে পিঁপড়ে খায়। (আশু,পাতা-৪৬১) ২. মাথায় রাখলে উকুনের খায়, ভুয়ে রাখলে পিঁপড়ে খায়। (দুলাল, পাতা-৩১২)
৩৯	যত করব্যেক আতুপুতু / তত হব্যেক গবর ছাতু। (বিষ্ণুপুর, মধুবন)	১.যত কর পুতু পুতু তত হয় ছোলার ছাতু। (হানীক, পাতা-২৯১),(আশু, পাতা-৪৮১) ২. যত কর পুতু পুতু তত হয় ছোলার ছাতু। (সুশীল, পাতা-৬৫৭)
৪০	যাচ্যা ধন, কচলা কাপড় ছাড়ত্যে নাই। (বিষ্ণুপুর, বাহাদুরগঞ্জ)	১.যাচা কন্যা, কাচা কাপড়। (আশু, পাতা-৪৮৮) ২. যাচা কন্যা কাচা কাপড়, পরিত্যাগ করিবেন না। (জেমস্ লঙ, পাতা-৮৩)
৪১	যাঁর বিঁহা তার হুঁশ নাই / পাড়া পড়শির ঘুঁম নাই। (শালতোড়া,পাইসাগলি)	যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। (আশু, পাতা-৪৯৪)
৪২	য্যামন কইন্যা রসবতী / ত্যামন পাত্র মধাব তাঁতী। (গঙ্গাজলঘাটি, অমরকানন)	১.যেমন কন্যা ভানুমতী, তেমন পাত্র মেধো তাঁতী। (আশু, পাতা- ৫০৬) ২.যেমন কন্যা ভানুমতী, তেমন পাত্র মেধো তাঁতী। (সুশীল, পাতা-৬৮৬)
৪৩	রাইন্ধুনির সঙ্গে ভাব নাই / ভুজন্যে ভক্তি। (বাঁকুড়া-১, কেঞ্জাকুড়া)	১.রাঁধুনীর সঙ্গে পিরীত থাকলে ভোজনেতে সুখ। (আশু, পাতা- ৫১৮) ২. রাঁধুনীর সঙ্গে পীরিত থাকিলে, ভোজনে সুখ হয় । (জেমস্ লঙ, পাতা-৮৯)
৪৪	বাঁন্দরের দাঁত খিঁচুনির চ্যায়্যেঁ / রামের বাইন্যে মরা ভাল। (গঙ্গাজলঘাটি, দুর্লভপুর)	১.রামের বাণে মরা ভাল, বাঁদরের দাঁত খিচুনি সয় না। (আশু, পাতা- ৫২০), (দুলাল, পাতা-৩৫৩) ২. রামের বাণে মরা ভাল, বাঁদরের দাঁত খিচুনি সয় না। (সুশীল, পাতা-৭০৫)
৪৫	তামুক খ্যায়্যেঁ দাঁত ক্যাল্য / লক্যে বলে আছ ভাল্য। (মেজিয়া, রামচন্দ্রপুর)	১.লোকে বলে আছ ভাল, শালুক খেয়ে দাঁত কালো। (আশু, পাতা -৫২৯) ২.শামুক খেয়ে দাঁত কাল। লোকে বলে আছ ভাল। (জেমস্ লঙ, পাতা-৯৩) ৩.লোকে বলে আছে ভালো, শালুক খেয়ে দাঁত কালো। (বরুণ, পাতা-৬২) ৩. .লোকে বলে আছো ভালো, শালুক খেয়ে দাঁত কালো। (সুশীল পাতা-৭১৭)
৪৬	এ্যাকই সিঁন্দুর সবাই পরে / কপাল গুনে ঝিলিক মারে। (কোতুলপুর, মির্জাপুর)	সকলেই সিঁন্দুর পরে, কপাল গুণে ঝলক মারে। (আশু, পাতা- ৫৪৬)

৪৭	অসময়ে বর্ষাকাল / হরিণে চাটে বাঘের ছাল। (পাত্রসায়ের, নতুন গ্রাম)	১.সুয়োগ পেলে হরিণ ও বাঘের গাল চাটে। (আশু, পাতা-৫৬৬) ২.অভাদ্র বর্ষাকাল হরিণী চাটে বাঘের গাল (দুলা, পাতা-৩২)
৪৮	১.হাঁতি য্যখন দঁকে পড়্যে / চ্যামচিক্যাত্যে গড়াল তুল্যে। (খাতড়া, বহড়ামুড়ি) ২. বতর প্যালে ব্যাঙও গড়াল তুলে। (বিষ্ণুপুর, বাহাদুরগঞ্জ)	১. হাতি যখন খানায় পড়ে, চামচিকিতে লাথি মারে। (আশু, পাতা-৫৮৩) ২. মাতঙ্গ পড়িলে দরে, পতঙ্গ প্রহার করে। (হানীফ, পাতা-১৬৭) ৩.দঁকে পড়ে হাতী, বেঙেও মারে লাথি। (সুশীল, পাতা-৪২০)
৪৯	চাষ্যার চাকর চ্যামচিক্যা / চাকরের রাম পাঁশশিক্যা। (খাতড়া, বহড়ামুড়ি)	ছুঁচোর চাকর চামচিকা তারও মাইনা পাঁচসিকা। (আশু, পাতা-৬০২)
৫০	আইঁছি পরের ঘর জল ছাইড়ল্যে যাব্যঁ ঘর। (ছাতনা, বাসস্ট্যান্ড)	এসেছি পরের ঘর, জল ছাড়ালেই যাবো ঘর। (আশু, পাতা-৫৯৭)
৫১	কুথাউ কিছু নাই নগরে / ঢাঁক বাজচে নীল ভাঙ্গড়্যে। (তালডাংরা, বাকতোড়)	কোথাও কিছু নাই নগরে, বাজনা বাজছে প্রেমসাগরে । (অশু, পাতা-৫৯৯)
৫২	পরভাতি হলেও পরভাতারী হতে নাই। (ওন্দা, মাকড়কোল)	পরভাতি ভাল, পর ঘরী কিছু না। (জেমস্ লঙ, পাতা-৫৫)
৫৩	চাষ্যায় গেল্য ঘর / নাঙল তুল্যে ধর। (খাতড়া, বহড়ামুড়ি)	বামুন গেল ঘর, লাঙল তুলে ধর। (দুলাল, পাতা-২৭৯)
৫৪	যাইকখ্যে দেইখত্যে লারি তার চলন ব্যেঁক্যা। (বিষ্ণুপুর, বাহাদুরগঞ্জ)	যারে দেখ্তে না পারি, তার চলল বাঁকা। (জেমস্ লঙ, পাতা-৮৫)
৫৫	য্যা এল্য চষ্যে / সে রইল বস্যে / লাড়্যাকাট্যাক্যে ভাত দ্যাও / ঠেস্যে ঠেস্যে। (মেজিয়া,মচাড়াকেন্দ)	যে এলো চষে, সে থাকিল বসে যে এল কোঁত্ পেড়ে, তারে দাও ভাত বেড়ে। (জেমস্ লঙ, পাতা-৮৫)
৫৬	দুশমনকে উচ্চ পিড়িয়া। (বিষ্ণুপুর ধোবাপাড়া)	শত্রুকে উচ্চ পিঁড়ি। (জেমস্ লঙ, পাতা-৯২)
৫৭	বউরি য্যাখন লকখী ছাড়্যে / বরাকে ত্যাখন ঝাঁট্যা মার্যে। (বিষ্ণুপুর, ডিহর)	১.হাঁড়ীর যখন লক্ষী ছাড়ে শুয়োরকে ঝাঁটা মারে। (বরুণ, পাতা-১৫) ২. হাঁড়ির লক্ষী ছাড়ে শুয়োরকে ঝাঁটা মারে। (সুশীল, পাতা-৭৮৬)
৫৮	এ্যাকেই মা মন্সা তার উপর ধুনার গন্দ। (বিষ্ণুপুর, কুরবানতলা)	এ্যকে মা মনসা তায় ধুনোর গন্ধ। (বরুণ, পাতা-১৭)
৫৯	বড় বড় বান্দরের বড় বড় প্যাট / সাগর ডিঙ্গাত্যে গেল্যে মাথা কর্যে হেঁট। (বিষ্ণুপুর, চকবাজার)	বড় বড় বানরের বড় বড় পেট। লঙ্কা ডিঙোতে সব মাথা করে হেঁট।(বরুণ, পাতা-১১২) বড় বড় বানরের বড় বড় পেট। লঙ্কা ডিঙোতে সব করে মাথা হেঁট।(সুশীল, পাতা-৫৩৭)

৬০	থাকরে কুকুর আমার আমার আশ্যে / মাড় দুব তখে পোষমাসে। (পাত্রসায়ের, নতুন গ্রাম)	থাকরে কুকুর আমার পাশে, ভাত দেব তোকে পোষমাসে। (বরুণ, পাতা-১৩৪)
৬১	জামায়ের লেগ্যে কাইট্যে হাঁস / সবাই মিল্যে খ্যাঁই মাঁস। (খাতড়া, বহড়ামুড়ি)	জামাইয়ের জন্য মারে হাঁস, গুষ্টি শুদ্ধ খায় মাস। (বরুণ, পাতা-২১২)
৬২	অতি ব্যাড় ব্যাড় না ঝড়ে পড়্যে যাব্যেক / অতি ছট হ্যও না ছাগল্যে মুড়্যাব্যেক। (বাঁকুড়াঃ২, গোবিন্দ নগর)	১.অতি বাড় বেড় নাকো , ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে / অতি ছোট হোয়ো নাকো, ছাগলের মুড়াবে। (দুলাল, পাতা-২৩) ২. অতি বাড় বেড়ো নাকো , ঝড়ে ভাঙবে মাথা, অতি ছোট হয়ো নাকো, ছাগলে খাবে পাতা। (হানীফ, পাতা-১০৩)
৬৩	এঁ্যড়্যা গরু না টেনে দু। (বাঁকুড়া, গোবিন্দনগর)	এঁড়ে গরু, না টেনে দোও। (দুলাল, পাতা-৭৮)
৬৪	কেইল্যা বামুন, কট্যা শুদ্দুর, গাড়্যা মুসুলবান, ঘর জামাইয়্যা, পুষুন্যা পুত্তুর, এই পাঁচ শালাই সমান। (ভড়া, বাঁকুড়া)	১. কালো বামুন, কটা শুদ্দুর, বেঁটে মোছলবান, ঘর জামাই, পোষ্যি পুত্তুর ,পাঁচ বেটাই সমান। (দুলাল, পাতা-১০৬) ২. কাল বমুান, কটা শূদ্র, বেঁটে মুসলমান, ঘর জামাই, পোষ্যি পুত্তুর-পাঁচ জনই সমান । (ওয়াকিল আহমেদ, পাতা-১৩০)
৬৫	পচা আদার ঝাল বেশি / ফ্যঁবর্য্যা ঢেঁকির আওয়াজ বেশি। (বিষ্ণুপুর, রূপকথা)	ফাঁকা-ঢেঁকির শব্দ বেশি। (দুলাল, পাতা -২৬৪)
৬৬	এসো কুটুম বস খাটে / পা ধুয় গা গড়ের ঘাটে। (বড়জোড়া, পাহাড়পুর)	পা ধোও গে গোড়ের ঘাটে, জল খাও গে মাঠে ঘাটে। (দুলাল, পাতা-৫৭)
৬৭	ধন যৈবন আড়াই দিন / চ্যামের চখে মানুষ চিন। (খাতড়া, জীবনপুর)	ধন যৌবন আড়াই দিন, নজর ভরে মানুষ চিন। (দুলাল, পাতা-২১৮)
৬৮	পরের ল্যাজ্যে পইড়ল্যে পা / তুলা পানা ঠেক্যে / নিজের ল্যাজ্যে পইড়ল্যে পা ক্যাঁক করে উঠ্যে। (বাঁকুড়া, কেঞ্জাকুড়া)	১.পরের লেজে পড়লে পা তুলো পানা ঠেকে। নিজের লেজে পড়লে পা ক্যাঁক করে ডাকে। (দুলাল, পাতা-২৪৭) ২. পরের লেজে পড়লে পা তুলো পানা ঠেকে। নিজের লেজে পড়লে পা ক্যাঁক করে ডাকে। (সুশীল, পাতা-৪৯৮)
৬৯	খ্যাত্যেঁ পাই নাই চুঁয়া মুড়ি / কুল বাতাস্যার গড়্যাগড়্যি। (মেজিয়া, মচাড়াকেন্দ)	১.পায় নাই পোড়া চিঁড়ে মুড়ি, চিনি মন্ডার গড়াগড়ি। (দুলাল, পাতা-২৫৫) ২. পায় নাই পোড়া চিঁড়ে মুড়ি, চিনি মন্ডা গড়াগড়ি। (সুশীল, পাতা-৫০৮)
৭০	চুল লিয়েঁ্য কি বিছাই শুব্য / রূপ লিয়েঁ্য কি ধুয়্যে খাব্যঁ। (ছাতনা, ঝাঁটিপাহাড়ী)	রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাব, চুল নিয়ে কি পেতে শোবো। (দুলাল, পাতা-৩৫০)

৭১	পর ভাইলন্যা / ঘর জ্বাইলন্যা। (ওন্দা, গোস্বামীপাড়া)	ঘর জ্বালানো, পর ভোলানো। (হানীফ, পাতা-১২)
৭২	চাচাই বল আর কাকাই বল / একটা কলার দাম বার আনা। (পাত্রসায়ের, গয়লাপাড়া)	১. চাচাই বল কাকাই বল, কলাটা পাঁচ কড়ি। (ওয়াকিল আহমেদ, পাতা-৫৯) ২. চাচাই বল কাকাই বল, কলাটি পাঁচ কড়ি। (বরুণ, পাতা-২০৪)
৭৩	লাবের গুড় পিমড়ায় খায় ।(বিষ্ণুপুর, ধোবাপাড়া)	১.লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায়। (জেমস্ লঙ, পাতা-৯১) ২.লাভের গুড় পিঁপড়ে খায়। (সুশীল, পাতা-৭১৫)
৭৪	১. ঢেঁট্যা গরুর চ্যায়েঁ শূন্য গুহাইল ভাল্য। (খাতড়া, জীবনপুর) ২. দস্যি গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। (ইন্দাস, রায়পাড়া)	দুষ্ট গরু থাকা চেয়ে শূণ্য গোয়াল ভাল। (জেমস্ লঙ, পাতা-৪৭) দুষ্ট গরু চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। (বরুণ, পাতা-১০৪) দুষ্ট গরু চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। (সুশীল, পাতা-৪৪০)
৭৫	গেঁয়া যোগী ভিক্ পাই নাই। (বিষ্ণুপুর, চকবাজার)	গেঁয়ো যোগী ভিক্ পায়না। (জেমস্ লঙ, পাতা-২৭)
৭৬	ত্যাল্যা মাতায় ত্যাল দিচ্ছু / দিয়া। (বিষ্ণুপুর, বাহাদুরগঞ্জ)	তেলা মাতায় তেল দিতে সবাই পারে। (জেমস্ লঙ, পাতা-৪৩)
৭৭	ঘুঘু দেখেচু ফাঁন্দ দেখুন্নাই। (বিষ্ণুপুর, বাহাদুরগঞ্জ)	১.ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখ নাই। (জেমস্ লঙ, পাতা-৩০) ২. ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। (সুশীল, পাতা-৩০)
৭৮	কলা গাছের সঙ্গে বিয়া দিয়া। (বিষ্ণুপুর, বোলতলা)	কলা গাছের সঙ্গে বিয়ে। (বরুণ, পাতা-৮৩৪, ২২০)
৭৯	বাপের কাল্যে নান চাষ / ধান রুইতে যাস কার। (মেজিয়া, রামচন্দ্রপুর)	বাপের জন্মেনেইক চাষ, ধানকে বলে দুব্বোঘাস। (সুশীল, পাতা-৫৫৭)

ভাষা হল কিছু পদ্ধতির সমষ্টি তাতে নানান ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান (ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব) আছে। সামাজিক স্তর ভেদে সামাজিক উপভাষা গড়ে ওঠে। আঞ্চলিক স্তরভেদে আঞ্চলিক উপভাষা গড়ে ওঠে। একটি অঞ্চলে যত বেশী communication gape থাকে তত বেশী উপভাষার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈচিত্র্য ঘটে অঞ্চলভেদে এবং সামাজিক স্তরভেদে। ব্যক্তির মৌখিক ভাষা হল আঞ্চলিক ও সামাজিক উপভাষা। ব্যক্তির ভাষা ব্যবহারের মধ্যেই আঞ্চলিক ও সামাজিক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। আঞ্চলিক উপভাষার বৈচিত্র্য হল ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (ধ্বনিতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে অভিশ্রুতি, অপিনিহিতি, বিপ্রকর্ষ, বিপর্যাস ইত্যাদি ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ) এবং রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে প্রত্যয়, সমাস, বিভক্তি, উপসর্গ, আনুসর্গ, ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ) তা ভাষা পদ্ধতির উপাদানগত বৈচিত্র্যের অন্তর্গত। নিম্নে ধ্বনিগত বৈচিত্র্য এবং রূপগত বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

খ. মান্য ভাষার প্রবাদে অন্তর্মুখী বিষয়ের অর্থগত মিল থাকা সত্ত্বেও বাঁকুড়ার প্রবাদে ধ্বনিগত বৈচিত্র্যটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। সংগৃহীত আঞ্চলিক প্রবাদগুলির উচ্চারণগত বৈসাদৃশ্য :

১. রথ দেইকখ্যা কলা বিচা।

দেইকখ্যা — ১.খ> ক খ। দ্বিত্ব ধ্বনির প্রয়োগ। ২. উচ্চারণের তারতম্যে 'ই' ধ্বনি পূর্বে উচ্চারিত হয়েছে। ৩. শব্দের শেষে 'আ' ধ্বনি মধ্য বিবৃত নয়। সম্মুখ বিবৃত 'আ'।

বিচা — ১. উচ্চারণের বিচারে দ্বি স্বরের প্রয়োগ।

দ+এ+আ>দ+ই+আ অর্থাৎ বেচা>বিচা।

২. লাউ ক্যাটত্যে পারে না ছুঁড়ি / ডিংল্যা কাটত্যে দৌড়াদৌড়ি ।

ডিংল্যা — উৎসগত ডিংলা 'ড' বর্গের তৃতীয় মূধণ্যধ্বনি অল্পপ্রাণ ও ঘোষবর্ণ। 'ঙ' ধ্বনিটিশব্দেরমধ্যেব্যবহৃত হয়। এর বিকল্প বর্ণ 'ং'

ধ্বনিটি শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে - ডিংল্যা। 'আ' স্বরধ্বনি থেকে বাঁকুড়ার ভাষা বৈশিষ্ট্যের নিয়মে 'অ্যা' স্বরধ্বনির আগম হয়েছে - ডিংল্যা।

ক্যাটত্যে — ১. অ>অ্যা বিকৃত উচ্চারণ হয়েছে - ক্যাটতে। ২. সাধারণত 'য়' শ্রুতির নিয়মে এ অঞ্চলে অর্ধস্বর হিসাবে 'য়' ব্যবহৃত হয় না। লঘুস্বর 'য়' একটি অর্ধস্বর। শব্দমধ্যে পূর্ণ 'য়' দিয়ে এগুলি ব্যবহার না করে 'য' ফলা (্য) দিয়েই চিহ্নিত করা হয়। '্য'/'য' ফলা ব্যবহার

বাঁকুড়ার একটি মৌলিক বাকরীতি (শব্দের অন্তে 'য'ফলা)। (নমিতা মণ্ডল, মল্লভূমের উপভাষা)

৩. বউ আমার রান্তে জানে নাই কুলে বেগুন / ফুঁ দিয়ে মুখ পুড়ে গেল তুষের আগুনে।

রান্তে — ধ>ত এর পরিবর্তে। অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

নাই — নেই>নাই স্বরধ্বনির পরিবর্তন।

৪. উপর থেকে পড়ে গেল দু-মুখা সাপ / যার যেখানে ব্যথা তার সেথায় হাত।

মুখা — ও>আ। উচ্চ-মধ্য-পশ্চাৎ স্বরধ্বনি থেকে বিবৃত, নিম্ন স্বরধ্বনিতে পরিবর্তন।

৫. আম খাচ্ছু আম খা / আঁঠির কি দরকার।

খাচ্ছু — ১. খাচ্ছিস>খাচ্চিস সমীভবন হয়েছে। ছ>চমহাপ্রাণহীনতা।

২. খাচ্ছিস>খাচ্চ।'স' এবং 'ই' ধ্বনি লুপ্ত হয়েছে।

৩. খ+আ+চ+অ+উ - 'উ' ধ্বনির আগম।

আঁঠি — ১. আল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। ট>ঠ।

আঁটি>আঁঠি।

৬. জুমড়্যা কাঠের ঢেঁকি।

জুমড়্যা — জুমড়া>জুমড়্যা - আ স্বরধ্বনি থেকে 'অ্যা' পরিবর্তন হয়েছে।

৭. এ্যাক পয়সা নাই ঝুলিত্যে / লাফ দিচ্ছে কুলিত্যে।

এ্যাক — এ>অ্যা স্বরধ্বনির পরিবর্তন।

কুলিত্যে, ঝুলিত্যে — সাধারণত 'য়' শ্রুতির নিয়মে এ অঞ্চলেঅর্ধস্বরহিসাবে 'য়' ব্যবহৃত হয় না। লঘুস্বর 'য়' একটি অর্ধস্বর। শব্দমধ্যে পূর্ণ 'য়' দিয়ে এগুলি ব্যবহার না করে 'য' ফলা (্য) দিয়েই চিহ্নিত করা হয়। '্য'/'য' ফলা ব্যবহার বাঁকুড়ার একটি মৌলিক বাকরীতি (শব্দের অন্তে 'য'ফলা)। (নমিতা মণ্ডল, মল্লভূমের উপভাষা)

৮. কুথাউ কিছু নাই ট্যাঁকশালক্যে চাঁদুয়্যা।

কুথাউ — কোথাও>কুথাও>কুথাউ।

১. উচ্চ মধ্য, অর্ধসংবৃত। সম্মুখ স্বরধ্বনি'ও' থেকে পরিবর্তিত হয়েছে উচ্চ, সংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনিতে। কোথাও>কুথাও।

২. আবার শব্দের শেষে একইভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ও>উ।

কুথাও>কুথাউ।

চান্দুয়্যা — আ>অ্যা ধ্বনির পরিবর্তন।

৯. এত যদি সুখ কপল্যে / তবে ছেঁড়্যা কাঁথ্যা ক্যান্যে কাগ বগল্যে।

কপল্যে, বগল্যে — কপালে>কপাল্যে। বগলে>বগল্যে সাধারণত 'য়' শ্রুতির নিয়মে এ অঞ্চলে অর্ধস্বরহিসাবে 'য়' ব্যবহৃত হয় না। লঘুস্বর 'য়' একটি অর্ধস্বর। শব্দমধ্যে পূর্ণ 'য়' দিয়ে এগুলি ব্যবহার না করে 'য' ফলা (্য) দিয়েই চিহ্নিত করা হয়। '্য'/'য' ফলা ব্যবহার বাঁকুড়ার একটি মৌলিক বাকরীতি (শব্দের অন্তে 'য'ফলা)। (নমিতা মণ্ডল, মল্লভূমের উপভাষা)

কাঁথ্যা, ছেঁড়্যা — কাঁথা>কাঁথ্যা। ছেঁড়া>ছেঁড়্যা বাঁকুড়ার ভাষাবৈশিষ্ট্য রীতিতে অন্তে আ>অ্যা - স্বরধ্বনির প্রয়োগ।

১০. এমন দিন কি যাব্যেক / খ্যাড় দিয়ে যেমাথা বান্দে তারও ভাতার হব্যেক।

যাব্যেক, হব্যেক —

১.যাবে>যাবেক, হবে>হব্যেক। বাঁকুড়ার নিজস্ব ভাষা রীাততে ক্রিয়াপদের শেষে ভবিষ্যত কালে 'ক' এর আগম। জলবায়ু আবহাওয়াগত রুক্ষতার দরুন ভাষায় র্কশতা এসেছে ফলে অন্তে '্য'/'য' ফলার প্রয়োগ হয়েছে। ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক দিয়ে, 'ক' ব্যঞ্জনের আগমনে প্রকৃতপক্ষে ভাষারও রুক্ষতা দেখা দিয়েছে। যাবে>যাব্যেক।

হবে>হব্যেক।

২. যাবে>যাব্যে অভিশ্রুতির বিবৃত হবে>হব্যে

পরিবর্তন। অন্তে 'য' ফলার আগমন।

বান্দে — বান্ধে>বান্দে। ধ>দ এর পরিবর্তন। অল্পপ্রাণীভবন হয়েছে।

১১. দুধ গুঁড়্যা নাই শুকন্যা চিঁড়্যা / প্যাট পুরে খা আমার কির্যা।

গুঁড়্যা — গুড়ো>গুঁড়ো>গুড়ো>গুড়ো>গুঁড়্যা।

১. গুড়ো>গুড়া।'ও' ধ্বনি থেকে 'আ' ধ্বনির পরিবর্তন।

২. আ>অ্যা ধ্বনির আগম। গুড়া>গুড়্যা।

৩. স্বতোনাসিক্যীভবন ঘটেছে শব্দের আদিতে। গুড়্যা>গুঁড়্যা

শুকন্যা — ১. শুকনো>শুকনা। 'ও'ধ্বনি থেকে 'আ' ধ্বনির পরিবর্তন।

২. আ>অ্যা ধ্বনিরপরিবর্তন।

চিঁড়্যা, কির‍্যা — চিঁড়ে>চিঁড়া>চিঁড়্যা। কিরে>কিরা>কির‍্যা ১. 'এ' স্বরধ্বনি থেকে 'আ' স্বরধ্বনির আগমন। ২. বাঁকুড়ার ভাষা বৈশিষ্ট্য রীতিতে অন্তে আ>অ্যা এ প্রয়োগ।

১২. কানে দিয়েচি তুলা / যত কিলাবি কিলা কেন্ন্যা / পিঠে দিয়েচি কুলা।

দিয়েচি — ছ>চ। মহাপ্রাণহীনতা

কুলা, তুলা — উচ্চ, মধ্য অর্ধ্য সংবৃত স্বরধ্বনি 'ও' থেকে নিম্ন, মধ্য, নিম্ন বিবৃত, কেন্দ্রীয়, বিবৃত 'আ' স্বরধ্বনির পরিবর্তন।

তুলো>তুলা,

কুলো>কুলা।

কেন্ন্যা — কেননা>কেন্না>কেন্ন্যা।

পিঠ্যে — পিঠে>পিঠ্যে। বাঁকুড়ার ভাষা রীতিতে অন্তে 'য়'/'য' ফলার প্রয়োগ।

১৩.মর‍্যা ক্যায়েত জল্যে ভাস্যে / কাগ বলে কুন ছল্যে আস্যে।

মর‍্যা — মরা>মর‍্যা। আ>অ্যা স্বরধ্বনি প্রয়োগ।

জল্যে, ছল্যে, ভাস্যে, আস্যে — সাধারণত 'য়' শ্রুতির নিয়মে এ অঞ্চলে অর্ধস্বর হিসাবে 'য়' ব্যবহৃত হয় না। লঘুস্বর 'য়' একটি অর্ধস্বর।

শব্দমধ্যে পূর্ণ 'য়' দিয়ে এগুলি ব্যবহার না করে 'য'ফলা (্য) দিয়েই চিহ্নিত করা হয়। '্য'/'য' ফলা ব্যবহার বাঁকুড়ার একটি মৌলিক বাকরীতি।

(শব্দের অন্তে 'য'ফলা)। (নমিতা মণ্ডল, মল্লভূমের উপভাষা)

কাগ — স্বর মধ্যস্থ অঘোষ পৃষ্ঠ ব্যঞ্জন ঘোষবৎ হয়েছে। কাক>কাগ।

কুন — কোন>কুন। উচ্চ-মধ্য, অর্ধ সংস্কৃত 'ও' স্বরধ্বনি থেকে 'উ' সংবৃত উচ্চ স্বরধ্বনি আগম। ও>উ এর আগম।

কায়েত — আ>অ্যা স্বরধ্বনি আগম।

১৪. ঘরের সত্তুর বিবিসন ।

সত্তুর — ১. অসম যুক্ত ব্যঞ্জন সম যুগ্ম ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথম ব্যঞ্জনটি যুগ্মভাবে উচ্চারিত হয়েছে।

২. সত্তু এর অন্তে 'র' ব্যঞ্জনবর্ণের আগম হয়েছে। সত্তু>সত্তুর।

৩. 'শ' স্থানে 'স' হয়েছে অর্থাৎ শিশ্ ধ্বনির দন্তীভবন হয়েছে।

বিবিসন — ১. উচ্চারণের কষ্ট লাঘব করার জন্য মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্প প্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। ভ>ব।

২. ষ>সদন্তী ভবন রূপান্তরিত হয়েছে।

১৫. জন্দ্যার ডরে পালিয়ে গিয়ে / তাঁ্যতুল তলায় বাসা।

জন্দ্যা — জন্দা>জন্দ্যা। আ>অ্যা ধ্বনির পরিবর্তন।

তাঁ্যতুল —তেঁতুল>তেঁ্যতুল। এ>অ্যা ধ্বনির পরিবর্তন।

১৫. ক্যাঁঙ্গল্যাস্যের দোড় রন্দগড়্যা ।

ক্যাঁঙ্গল্যাস — ১. কাঁকলাস>ক্যাঁঙ্গল্যাস। ক>ঙ্গ আগমন। জিহ্বার আড়ষ্ঠতার কারণে

ব্যঞ্জনের সরলীকরণ।

২. ক্যাঁঙ্গলাস>কঁ্যাঙ্গল্যাস।

আ>অ্যা ধ্বনির পরিবর্তন।

রন্দগড়্যা —— রন্দগোড়া>রন্দগড়া>রন্দগড়্যা।

১. রন্দগোড়া>রন্দগড়া। ও>আ ধ্বনির প্রয়োগ। ২. রন্দগড়া>রন্দগড়্যা।

'অ্যা ধ্বনির আগম 'আ' স্বরধ্বনির আগম।

১৬. দিত্যে শুত্যে নাই শক্তি / পসাদ খাবার বড় ভক্তি ।

শুত্যে —— সাধারণত 'য়' শ্রুতির নিয়মে এ অঞ্চলে হিসাবে অর্ধস্বর'য়' ব্যবহৃত হয় না। লঘুস্বর 'য়' একটি অর্ধস্বর। শব্দমধ্যে পূর্ণ 'য়' দিয়ে এগুলি ব্যবহার না করে 'য' ফলা (্য) দিয়েই চিহ্নিত করা হয়। '্য'/'য' ফলা ব্যবহার বাঁকুড়ার একটি মৌলিক বাকরীতি (শব্দের অন্তে 'য'ফলা)। (নমিতা মণ্ডল, মল্লভূমের উপভাষা)

পসাদ —— প্রসাদ>পসাদ। র ধ্বনির বিলোপন।

১৭. ভাতার নাই সহাগ নাই কপাল ভর্যা সিঁন্দুর / ঘর নাই দৈলত্যে নাই ঘর ভর্যা ইঁন্দুর।

ভর্যা —— ভরা>ভর্যা। অন্তে অ্যা ধ্বনির প্রয়োগ

সিন্দুঁর,ইঁন্দুর —— 'দ'শ্রুতি ধ্বনির আগম হয়েছে।

দৈলত —— দৌলত>দৈলত

১৮. সাত মন ত্যালও পুইড়ব্যেক নাই / রাধাও নাইচব্যেক নাই।

ত্যাল —— ১. উচ্চ-মধ্য, অর্ধ-সংবৃত 'এ' থেকে নিম্নমধ্য বিবৃত 'অ্যা' এর উচ্চরণে প্রবনতা। তেল>ত্যাল।

নাইচব্যেক,পুইড়ব্যেক —— নাচিবে > নাইচব্যে > নাইচব্যেক। পুড়িয়ে পুড়ব্যে > পুইড়ব্যেক। ১. উচ্চারণের তারতম্যে 'ই' ধ্বনি পূর্বে উচ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ অপিনিহিতি ঘটেছে। ২. বাঁকুড়ার

নিজস্বভাষা রীাততে ক্রিয়াপদের শেষে ভবিষ্যত কালে ‘ক’ এর আগম। জলবায়ু আবহাওয়াগত রুক্ষতার দরুন ভাষায় কর্কশতা এসেছে ফলে ‘্য’/‘য’ ফলার প্রয়োগ হয়েছে। ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক দিয়ে, ‘ক’ ব্যঞ্জনের আগমনে প্রকৃতপক্ষে ভাষারও রুক্ষতা দেখা দিয়েছে।

১৯. নাইচত্যে জানে নাই উঠান ব্যাঁকা।

নাইচত্যে — ১. উচ্চারণের তারতম্যে ‘ই’ ধ্বনি পূর্বে উচ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ অপিনিহিতি ঘটেছে। নাচিতে > নাইচত্যে, ২. অন্তে ‘য’ ফলার আগম বাঁকুড়ার নিজস্ব ভাষা রীতি। নাইচত্যে>নাইচত্যে।

উঠান — ও > আ স্বরধ্বনির স্থান পরিবর্তন। উঠোন > উঠান।

ব্যাঁকা — বক্র > বক্ক > বাক > বাঁকা > ব্যাঁকা।

২০. নিগুণ্যা সাপের ফন্যা কুলার মতন বড় ।

নিগুন্যা — ১. নির্গুন > নিগুনা। রেফ / ‘র্’ ব্যঞ্জন ধ্বনি জিহ্বার আড়ষ্টতার জন্য লুপ্ত হয়েছে। ২. নিগুনা>নিগুন্যা হয়েছে। অ > অ্যা ধ্বনির প্রয়োগ।

ফন্যা — অ > অ্যা ধ্বনির পরিবর্তন। ফনা > ফন্যা।

২১. নাই মামার চ্যায়েঁ কানামামা ভালো।

চ্যায়েঁ — চেয়ে>চায়্যে>চ্যায়েঁ। ১. চেয়ে>চ্যায়েঁ। অর্থাৎ এ>অ্যা ধ্বনির পরিবর্তন। ২. সাধারণত ‘য়’ শ্রুতির নিয়মে এ অঞ্চলে অর্ধস্বর হিসাবে ‘য়’ ব্যবহৃত হয় না। লঘুস্বর ‘য়’ একটি অর্ধস্বর। শব্দমধ্যে পূর্ণ ‘য়’ দিয়ে এগুলি ব্যবহার না করে ‘য’ ফলা (্য) দিয়েই চিহ্নিত করা হয়।

‘্য’/‘য’ ফলা ব্যবহার বাঁকুড়ার একটি মৌলিক বাকরীতি (শব্দের অন্তে‘য’ফলা)। (নমিতা মণ্ডল, মল্লভূমের উপভাষা)। ৩. অনুনাসিক ধ্বনি ‘চন্দ্রবিন্দু’ অন্তে ব্যবহৃত হয়েছে।

ভাল্য — ভালো>ভাল্য। শব্দের অন্তে ‘্য’/‘য’ ফলার ব্যবহার বাঁকুড়ার একটি বিশেষ ভাষারীতি।

২২.বান্দরের হাত্যে ঝুনা নাইরক্যেল।

ঝুনা — ঝুনো>ঝুনা। ও>আ স্বরধ্বনির প্রয়োগ।

নাইরক্যেল — ১.নারিকেল>নাইরক্যেল। উচ্চারণের তারতম্যে 'ই' ধ্বনি পূর্বে উচ্চারিত হয়েছে। অপিনিহিতির কারণে।

২. 'এ' ধ্বনি থেকে অর্ধবিবৃত ধ্বনি 'অ্যা' এর প্রয়োগ।

২৩. লিইধন্যার ধন হল্যে দিনে দেখ্যে তারা / লির্ভাতারীর ভাতার হল্যে বাসে বাপের পারা।

লিইধন্যা — ১. ন>ল তে পরিণত হয়েছে নির্ধন>লিধন

২. 'রেফ'/ '´ 'এর লোপ। জিহ্বার আড়ষ্ঠতার জন্য। লিধনা

৩. উচ্চারণের তারতম্যে 'ই' ধ্বনি পূর্বে উচ্চারিত হয়েছে। লিইধনা

৪. অ>অ্যা ধ্বনির প্রয়োগ বাঁকুড়াবাসীর মুখে উচ্চারিত হয়।

দেখ্যে, হ্যলে — ১. বাঁকুড়ার জলবায়ুগত রুক্ষতার কারণে অন্তে 'য'/'্য' ফলার প্রবণতা দেখা যায় যা ভাষার কর্কশতা সৃষ্টি করে।

লিভাতারী — ন>ল ধ্বনির বিপর্যাস ঘটেছে।

২৪. বান্দরের গলায় মুইক্তার মালা।

বান্দও — বাঁকুড়ার ভাষাতে 'দ' ব্যঞ্জনটি অতিরিক্ত শ্রুতি হিসাবে আগম জিহ্বার আড়ষ্টতার দরুন।২. আদিতে স্বতোনাসিক্য ভবন ঘটেছে - বান্দর>বাঁন্দর।

মুইক্তা — মুক্তা>মুইক্তা।উচ্চারণের তারতম্যে 'ই' ধ্বনির পূর্বে উচ্চারিত হয়েছে অপিনিহিতির জন্য।

২৫. বামুন বাদল বাইন/দইখন্যা পেলেই যান।

বাইন — উচ্চারণের তারতম্যে অপিনিহিতি ঘটেছে। 'ই' ধ্বনি পূর্বে উচ্চারিত হয়েছে। বান > বাইন।

দইখন্যা — ১. অপিনিহিতির কারণে'ই'ধ্বনি পূর্বে উচ্চারিত হয়েছে।

২. আ > অ্যা স্বরধ্বনির বিকৃত উচ্চারণ হয়েছে। দইখনা>দইখন্যা।

২৬. ভাত্যে ক্যান্যে ধান / ধান সিজ্যা মাগকি আন।

ভাত্যে — ভাতে > ভাত্যে। অন্তে 'য়'/'য' ফলা ধ্বনির আগম বাঁকুড়ার একটি নিজস্ব ভাষা ।

ক্যান্যে — কেনে > ক্যান্যে। এ > অ্যা ধ্বনির বিকৃত উচ্চারণ।

সিজ্যা — ১. তালবীকরণ ঘটেছে। সিদ্ধ>সিজে।

২. 'এ' ধ্বনি পরিবর্তিত হয়েছে 'অ্যা' স্বরধ্বনিতে। সিজে>সিজ্যা।

২৭.মনে কর্যে ছিল্যম খাব চিঁড়্যা দই / বিধাতা লিখ্যে দিল্য শুধু বাতাসা খই ।

কর্যে — করিয়া>কইর‍্যা>করে>কর্যে - বিকৃত অভিশ্রুতির প্রয়োগ। এবং অন্তে 'য়'/'য' ফলার আগম

ছিলাম — ছিলাম>ছিল্যম। আ>অধ্বনির পরিবর্তন।

লিখ্যে, দিল্যে সাধারণত 'য়' শ্রুতির নিয়মে এ অঞ্চলে অর্ধস্বর হিসাবে 'য়' ব্যবহৃত হয় না। লঘুস্বর'য়' একটি অর্ধস্বর। শব্দমধ্যে পূর্ণ 'য়' দিয়ে এগুলি ব্যবহার না করে 'য' ফলা (্য) দিয়েই চিহ্নিত করা হয়।'য়'/'য' ফলা ব্যবহার বাঁকুড়ার একটি মৌলিক বাকরীতি (শব্দের অন্তে'য'ফলা)।(নমিতা মণ্ডল, মল্লভূমের উপভাষা)। ৩. অনুনাসিক ধ্বনি 'চন্দ্রবিন্দু' অন্তে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৮. মাথায় রাখল্যে ইকুনে খাই / ভুঁইয়ে রাখল্যে পিঁমড়্যাই খাই।

রাখল্যে — রাখিলে>রাইখল্যে>রাখলে>রাখল্যে। সাধারণত 'য়' শ্রুতির নিয়মে এ অঞ্চলে অর্ধস্বরহিসাবে 'য়' ব্যবহৃত হয় না। লঘুস্বর 'য়' একটি অর্ধস্বর। শব্দমধ্যে পূর্ণ 'য়' দিয়ে এগুলি ব্যবহার না করে 'য' ফলা (্য) দিয়েই চিহ্নিত করা হয়। 'য়'/'য' ফলা ব্যবহার

বাঁকুড়ার একটি মৌলিক বাকরীতি (শব্দের অন্তে 'য'ফলা)। (নমিতা মণ্ডল, মল্লভূমের উপভাষা)।

ইকুন — 'উ'>'ই'। উচ্চ - সংবৃত পশ্চৎ স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়েছে। উচ্চ সংবৃত, সম্মুখ 'ই' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। উকুন>ইকুন।

ভুঁই — ১.ভূমি>ভূঁমি। আনুনাসিক ধ্বনি 'ঁ ' হয়েছে। ২. ভ+উ+ম+ই এর 'ম' লুপ্ত হয়েছে। ভূঁই।

পিঁমড়্যা — ১. প>ম। ২.শব্দের শেষে আ>অ্যা ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

২৯. যাচ্যা ধন, কচলা কাপড় ছাড়ত্যে নাই।

যাচ্যা — যাচা>যাচ্যা। ভাষার নিয়ম অনুযায়ী শব্দের অন্তে 'আ' কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি 'অ্যা নিম্নমধ্য, অর্ধবিবৃত ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

ছাড়ত্যে — ছাড়ত্যে। শব্দের অন্তে 'ত্য'/'য' ফলা বাঁকুড়া ভাষারীতির একটি বিশেষ বৈচিত্র্য।

৩০. যাঁর বিহাঁ তার হুঁশ নাই / পাড়াপড়শির ঘুঁম নাই।

বিহাঁ — ১. 'য়' শ্রুতি ধ্বনি থেকে 'হ' ধ্বনিতে পরিবর্তন হয়েছে। বিয়ে>বিয়া>বিহা। ২. অন্তে আনুনাসিক ধ্বনির প্রয়োগ বিহা>বিহাঁ হয়েছে।

যাঁর, হুঁশ, ঘুঁম — আদিতে আনুনাসিক ধ্বনির প্রয়োগ, ঘুম>ঘুঁম, যার>যাঁর, হুঁশ হয়েছে।

৩১. য্যামন কইন্যা রসবতী / ত্যামন পাত্র মধাব তাঁতী।

য্যামন,ত্যামন — উচ্চ-মধ্য অর্ধসংবৃত 'এ' থেকে নিম্ন মধ্য বিবৃত'অ্যা' ধ্বনিরপ্রয়োগ।

কইন্যা — ১. 'ই' ধ্বনি পূর্বে উচ্চারিত হয়েছে। অপিনিহিতির প্রয়োগ হয়েছে। ২. সম্মুখবর্তী-অর্ধ-বিবৃত 'অ্যা' এর প্রয়োগ হয়েছে।

৩২. রাইন্ধুনির সঙ্গে ভাব নাই / ভুজন্যে ভক্তি।

রাইন্ধুনি — অপিনিহিতির 'ই' ধ্বনি পূর্বে উচ্চারিত হয়েছে। রান্ধুনি>রাইন্ধুনি।

ভুজন্যে — ভোজনে > ভুজনে > ভুজন্যে। ১. শব্দের আদিতে ও>উ ধ্বনির পরিবর্তন। ২. শব্দের অন্তে বাঁকুড়ার ভাষারীতি অনুযায়ী 'অ্যা' ধ্বনির আগমন।

৩৩. বাঁন্দরের দাঁত খিঁচুনির চ্যায়েঁ রামের বাইনে মরা ভাল্য।

১.বাঁন্দও — স্বত্বোনাসিশ্রী ভবন ঘটেছে। বান্দর>বাঁন্দর

২. চ্যায়েঁ — চেয়ে>চায়্যে>চ্যায়েঁ। সাধারণত 'য়' শ্রুতির নিয়মে এ অঞ্চলে অর্ধস্বর হিসাবে 'য়' ব্যবহৃত হয় না। লঘুস্বর 'য়' একটি অর্ধস্বর। শব্দমধ্যে পূর্ণ 'য়' দিয়ে এগুলি ব্যবহার না করে 'য' ফলা (্য) দিয়েই চিহ্নিত করা হয়। '্য'/'য' ফলা ব্যবহার বাঁকুড়ার একটি মৌলিক বাকরীতি

(শব্দের অন্তে 'য'ফলা)। (নমিতা মণ্ডল, মল্লভূমের উপভাষা)। ২. শব্দের অন্তে নাসিক্যীভবন ঘটেছে।

বাইনে — বানে>বাইন্যে। অপিনিতি ঘটেছে। উচ্চারণের পূর্বে 'ই' ধ্বনির আগম।

৩৪. তামুক খ্যায়েঁ দাঁত ক্যাল্য / লকে বলে আছ ভাল্য।

তামুক — তামাক>তামাকু। শব্দমধ্যস্থ 'আ' ধ্বনি 'উ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

খ্যায়েঁ — খেয়ে>খায়্যে>খ্যায়েঁ। সাধারণত 'য়' শ্রুতির নিয়মে এ অঞ্চলে অর্ধস্বর হিসাবে

'য়' ব্যবহৃত হয় না। লঘুস্বর 'য়' একটি অর্ধস্বর। শব্দমধ্যে পূর্ণ 'য়' দিয়ে এগুলি ব্যবহার না করে 'য' ফলা (্য) দিয়েই চিহ্নিত করা হয়। '্য'/'য' ফলা ব্যবহার বাঁকুড়ার একটি মৌলিক বাকরীতি (শব্দের অন্তে 'য'ফলা)। (নমিতা মণ্ডল, মল্লভূমের উপভাষা)। ২. শব্দের অন্তে নাসিক্যীভবন ঘটেছে।

ক্যাল — কাল > ক্যাল। আ > অ্যা ধ্বনিতে পরিবর্তন।

লক — লোক > লক। উচ্চ-মধ্য, অর্ধসংবৃত 'ও' ধ্বনি থেকে নিম্ন-মধ্য অর্ধবিবৃত 'অ' স্বরধ্বনির আগম বাঁকুড়ার একটি নিজস্ব ভাষা বৈশিষ্ট্য।

৩৫. চাষ্যার চাকর চামচিক্যা / চাকরের নাম পাঁশশিক্যা।

চাষ্যা,চামচিক্যা — আ > অ্যা ধ্বনির পরিবর্তন।চাষা>চাষ্যা, চামচিকা>চামচিক্যা।

পাঁশশিক্যা — ১. পাঁচশিকা > পাশশিকা। চ > শ হয়েছে 'চ' বর্গের ধ্বনি পরিবর্তন। ২. অ > অ্যা ধ্বনির প্রয়োগ।

৩৬. চাষ্যায় গেল ঘর/ নাঙল তুল্যে ধর।

গেল্য,তুল্যে — গেল>গেল্য, তুলে>তুল্যে। অন্তে বাড়তি 'য়'/'য' ফলার আগমন।

নাঙল — 'ন', 'ল' পরস্পর প্রতিস্থাপিত হয়েছে। ন>ল বিপর্যাস হয়েছে।

৩৭. পঁচা আদার ঝাল বেশি/ফঁবর‍্যা ঢেঁকির আওয়াজ বেশি।

ফঁবর‍্যা — ফোঁপরা>ফঁবর‍্যা। প>ব। অল্পপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি, অল্পপ্রাণ ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

৩৮. যাইকখ্যে দেইখত্যে লারি তার চলন ব্যাঁকা ।

যাইকখ্যে — ১. খ>ক খ। দ্বিত্ব ধ্বনির প্রয়োগ।

২. 'এ' ধ্বনি থেকে 'অ্যা' ধ্বনির প্রযোগ। ৩.'ক' অল্পপ্রাণ থেকে 'খ' মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

দেইখত্যে — দেইখত্যে-অপিনিহিতির জন্য উচ্চারণের 'ই' ধ্বনির পূর্ববর্তী আগম।

লারি — ন>ল ধ্বনির বিপর্যয় ঘটেছে। নারি>লারি।

৩৯. য্যা আল্য চষ্যে সে রইল্য বস্যে / লাড়্যাকাট্যাক্যে ভাত দ্যাও ঠেস্যে ঠেস্যে।

য্যা — যে>য্যা। উচ্চ-মধ্য অধিসাংবৃত 'এ' থেকে সিম্ন-মধ্য-বিবৃত 'এ্যা' এর প্রবণতা।

আল্য, চষ্যে, ঠেস্যে, বস্যে—অন্তে ‘্য’/‘য’ ফলার প্রয়োগে বদলে গেছে। দ্যাও — আ>অ্যা ধ্বনির পরিবর্তন

লাড়্যাকাট্যা — আ>অ্য ধ্বনির পরিবর্তন হয়েছে।

৪০. বাউরি য্যাখন লকখি ছাড়্যে বরাকে ত্যাখন ঝাঁট্যা মার্যে।

ত্যাখন, য্যাখন — অ>অ্যা ধ্বনির পরিবর্তন।

লকখি — লক্ষী > লকখি। জিহ্বার আড়ষ্ঠতার জন্য ব্যঞ্জন ধ্বনিকে ভেঙ্গে কঠিন শব্দকে সহজ-সরলভাবে উচ্চারিত হয়েছে। ম লুপ্ত হয়েছে।ল+ক+ষ+ম>ল+ক+খ

ছাড়্যে, মার্যে — অন্তে ‘্য/‘য’ ফলার প্রয়োগ।

ঝাঁট্যা — অন্তে ‘অ্যা’ মৌলিক ধ্বনির সৃষ্টি হয়েছে।

৪১. এ্যাকেই মামন্সা তার উপর ধুনার গন্দ।

এ্যাক — এ>অ্যা ধ্বনির প্রয়োগ।

মন্সা —অতি দ্রুত উচ্চারণের জন্য হয়েছেমনসা>মন্সা।

উপর — ওপর>উপর। ও>উ ধ্বনির পরিবর্তন।

গন্দ — গন্ধ>গন্দ। দ>ধ এর আগম। অল্পপ্রাণ থেকে মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

৪২. থাকরে কুকুর আমার আশ্যে / মাড় দুব তখে পোষমাসে।

আশ্যে — ‘আ’ স্বরধ্বনি কখনো কখনো‘্য’/‘য’ ফলা যুক্ত হয়ে বিকৃত রূপ পায়।

দুব — দোব>দুব এ>উ ধ্বনির পরিবর্তন।

তখে — অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন ধ্বনি, মহাপ্রাণ ব্যঞ্জণধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে - তোকে>তখে। ক>খ

পোষমাস — ‘ঔ’কার প্রভাবিত হয়ে উচ্চ-মধ্যস্থ পশ্চাৎ স্বরধ্বনি, ওষ্ঠ ধ্বনি ‘ও’ স্বরধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে। পৌষ>পোষ। ঔ>ও।

৪৩. জামাইয়ের লেগ্যে কাইট্যে হাঁস / সবাই মিল্যে খ্যাঁই মাঁস।

লেগ্যে — লেগে>লেগ্যে। অন্তে ‘্য’/‘য’ ফলা ব্যবহৃত হয়েছে।

কাইট্যে — ১. কাইট্যেঅপিনিহিতির প্রভাবে ‘ই’ ধ্বনি পূর্বে উচ্চারিত হয়েছে। ২.সাধারণত ‘য়’ শ্রুতির নিয়মে এ অঞ্চলে অর্ধস্বর হিসাবে ‘য়’ ব্যবহৃত হয় না। লঘুস্বর ‘য়’ একটি অর্ধস্বর। শব্দমধ্যে পূর্ণ ‘য়’ দিয়ে এগুলি ব্যবহার না করে ‘য’ ফলা (্য) দিয়েই চিহ্নিত করা হয়। ‘্য’/‘য’

ফলা ব্যবহার বাঁকুড়ার একটি মৌলিক বাকরীতি (শব্দের অন্তে ‘য’ফলা)। (নমিতা মণ্ডল, মল্লভূমের উপভাষা)

হাঁস — স্বতোনাসিক্যীভবন এর প্রভাবে ঁ এর প্রয়োগ। হাস>হাঁস।

মাঁস — ১. শব্দমধ্যস্থ্য ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ। মাংস>মাস। ২.বাঁকুড়ার নিজস্ব রীতিতে আনুনাসিক ধ্বনির প্রয়োগ। মাস>মাঁস হয়েছে।

খ্যাঁই — ১. আ>অ্যা ধ্বনির প্রয়োগ। ২. আনুনাসিক ধ্বনি ব্যবহারে খ্যাঁই হয়েছে।

৪৪. অতি ব্যাড় ব্যাড় না ঝড়ে পড়্যে যাব্যেক / অতি ছট হ্যও না ছাগল্যে মুড়্যাব্যেক।

ব্যাড় — আ>‘অ্যা’ হয়েছে।

ছট — উচ্চমধ্য, অর্ধসংবৃত, পশ্চাৎ স্বরধ্বনি ‘ও’ পরিবর্তিত হয়েছে নিম্ন - মধ্য অর্ধবিবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনিতে। ছোট > ছট। ও > অ।

হ্যও — ‘আ’ ধ্বনি সৃষ্ট হয়েছে। হও>হ্যও

পড়্যে, যাব্যে,মুড়্যাব্যে, ছাগল্যে — অন্তে বাড়তি ‘্য’/‘য’ ফলার প্রয়েগে ধ্বনি বদলে গেছে।

৪৫. এঁড়্যা গরু না টেন্যে দু।

এঁড়্যা — এঁড়ে>এঁড়্যা। এ>অ্যা স্বরধ্বনিতে পরিবর্তন।

দু — উচ্চমধ্য, অর্ধসংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি 'ও'পরিবর্তিত হয়েছে, উচ্চ সংবৃত স্বরধ্বনিতে। ও>উ।

টেন্যে — টানিয়া>টাইন্যে>টেনে>টেন্যে।সাধারণত 'য়' শ্রুতির নিয়মে এ অঞ্চলে অর্ধস্বর হিসাবে 'য়' ব্যবহৃত হয় না। লঘুস্বর 'য়' একটি অর্ধস্বর। শব্দমধ্যে পূর্ণ 'য়' দিয়ে এগুলি ব্যবহার না করে 'য' ফলা (্য) দিয়েই চিহ্নিত করা হয়। '্য'/'য' ফলা ব্যবহার বাঁকুড়ার একটি মৌলিক বাকরীতি (শব্দের অন্তে 'য'ফলা)। (নমিতা মণ্ডল, মল্লভূমের উপভাষা)

৪৬. কেইল্যা বামুন কট্য শুদ্দুর গ্যাড়া মুসুলবান / ঘর জামাইয়্যা পুষুন্যা পুত্তুর এই পাঁচ শালাই সমান কেইল্যা — অপিনিহিতির 'হ' ধ্বনি পূর্ববর্তী উচ্চারণে ধ্বনি পরিবর্তন।

পুত্তুর — ১. অসম যুক্ত ব্যঞ্জন সম যুগ্ম ব্যঞ্জনে পরিনত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথম ব্যঞ্জনটি যুগ্মভাবে উচ্চারিত হয়েছে। ২. পুত্ত 'র' টি আগম পুত্তুর হয়েছে। অন্তে জিহ্বার আড়ষ্ঠতার কারণে ব্যঞ্জনটিকে লাঘব করে উচ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ পুত্র >পুত্তুর - বিপ্রকর্ষ বা সরভক্তি হয়েছে - উ কার আগম।

কট্যা — আ>অ্যা ধ্বনি পরিবর্তিন।

শুদ্দুর — শূদ্র>শুদ্দুর স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ। ঘটেছে। 'উ' ধ্বনির আগম।

মুসুলবান — ১. 'উ' ধ্বনির আগম। ২. ম>ব হয়েছে।

জামাইয়্যা — জামাই>জামাইয়্যা- ই ধ্বনি পূর্বেউচ্চারিত হয়েছে। অপিনিহিতির কারণে।

পুষন্যা — পোষ্য>পুষন্যা ১. উ>ও ধ্বনি পরিবর্তন। ২. 'ন' ধ্বনির আগম। ৩. অ্যা ধ্বনির আগম।

৪৭. ধন যৈবন আড়াই দিন / চ্যামের চখে মানুষ চিন।

যৈবন — যৌবন > যৈবন

চ্যাম — ১. চর্ম > চাম স্বরলোপ হয়েছে - 'আ'। ২. আ>অ্যা ধ্বনির আগম। চাম>চ্যাম।

চখ — চোখ>চখ। ও>অ ধ্বনির পরিবর্তন।

৪৮. পরের ল্যাজে পইড়ল্যে পা তুলা পানা ঠেক্যে / নিজের ল্যাজে পইড়ল্যে পা ক্যাঁক করে্য উঠ্যে।

ল্যাজ — লেজ>ল্যাজ। 'অ্যা' ধ্বনির আগম।

পইড়ল্যে — পড়িলে>পইড়ল্যে - অপিনিহিতির 'ই' ধ্বনি পূর্বে উচ্চারিত হয়েছে।

ঠেক্যে, উঠ্যে — অন্তে 'য়'/'য' ফলার প্রয়োগ হয়েছে।

৪৯. খ্যাত্যেঁ পাই নাই চুঁয়া মুড়ি / কুল বাতাসার গড়্যাগড়ি।

খ্যাত্যেঁ — সাধারণত 'য়' শ্রুতির নিয়মে এ অঞ্চলে অর্ধস্বও হিসাবে 'য়' ব্যবহৃত হয় না। লঘুস্বর 'য়' একটি অর্ধস্বর। শব্দমধ্যে পূর্ণ 'য়' দিয়ে এগুলি ব্যবহার না করে 'য' ফলা (্য) দিয়েই চিহ্নিত করা হয়। 'য়'/'য' ফলা ব্যবহার বাঁকুড়ার একটি মৌলিক বাকরীতি (শব্দের অন্তে 'য'ফলা)।

(নমিতা মণ্ডল, মল্লভূমের উপভাষা)

চুঁয়া — এর মধ্যে অর্ধসংবৃত, পশ্চাৎ 'ও' ধ্বনি থেকে উচ্চ সংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনির পরিবর্তন। চোঁয়া>চুঁয়া। ও>উ।

গড়্যাগড়্যি — গড়াগড়ি> গড়্যাগড়্যি মধ্যে ও অন্তে 'য়'/'য' ফলার প্রয়োগ

৫০. পিমড়্যার পন্দ টিপে চিনি বার করা।

পিমড়্যা — ১. প>ম হয়েছে। ২. অ্যা স্বরধ্বনির পরিবর্তন।

পন্দ — অ ধ্বনি ও ধ্বনিতে পরিবর্তন হয়নি। স্বতোনাসিক্যী ভবন ঘটেছে।

৫১. চুল লিয়েঁ কি বিছাই শুব্য /রূপ লিয়েঁ কি ধুয়্যে খ্যাব্যঁ।

লিয়েঁ — ১. নিয়ে >লিয়ে, ন>ল এর বিপর্যাস ঘটেছে। ২. লিয়ে>লিয়্যে। বাঁকুড়ার নিজস্ব ভাষা বৈশিষ্ট্য অন্তে 'য়'/'য' ফলার আগম। ৩. লিয়্যে >লিয়েঁ বাঁকুড়ার ভাষায় স্বতোনাসিক্যীভবন রীতি হল একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বিছাই — বিছিয়ে>বিছাই। এ>ই ধ্বনির প্রয়োগ

ধুয়্যে, খ্যাব্যঁ — অন্তে 'য়'/'য' ফলার প্রয়োগ

৫২. পর ভাইল্যা ঘর জ্বাইলন্যা।

ভাইলন্যা, জ্বাইলন্যা — ভোলানো>ভাইলন্যা, জ্বালানো>জ্বইলন্যা। অপিনিহিতির প্রয়োগ উচ্চারণের তারতম্যে - 'ই' ধ্বনি পূর্বে উচ্চারিত হয়েছে।

৫৩. ত্যালা মাথায় ত্যাল দিচ্ছু / দিয়া ।

দিচ্ছু — ১. দিচ্ছিস>দিচ্চিস অল্পপ্রাণ হয়েছে। ২. দিচ্চিস>দিচ্চ স লুপ্ত হয়েছে। ৩. উ ধ্বনির আগম দিচ্ছু।

৫৪. লিবার ব্যেলায় হাত লাল / দিবার বেল্যায় চখ লাল।

লিবার — নেবার>লিবার। ন>ল এর বিপর্যয় ঘটেছে।

চখ — চোখ>চখ। ও>অ ধ্বনির পরিবর্তন।

৫৫. কলা গাছের সঙ্গে বিয়া দিয়া।

বিয়া — বিয়ে>বিয়া। উচ্চমধ্য, অর্ধসংবৃত, সম্মুখ 'এ' স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়েছে নিম্ন বিবৃত, 'আ' কেন্দ্রীয় ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে এ>আ।

৫৬. বাগ নাই বাগিনীর উদবদয়।

বাগ, বাগিনী — অঘোষী ভবন হয়েছে। বর্গের তৃতীয় অঘোষ বর্ণে পরিবর্তিত হয়েছে ঘ>গ। বাঘ>বাগ।

উদবদয় — উদবদয়>উপদ্রব।

৫৭. বাঁশ বনে ডম কানা।

বন্যে — এ>অ্যা এর ধ্বনি পরিবর্তন।

ডম — উচ্চমধ্য, অর্ধসংবৃত 'ও' ধ্বনি স্বরধ্বনি থেকে নিম্ন-মধ্য, অর্ধবিবৃত 'অ' স্বরধ্বনির আগম বাঁকুড়ার একটি নিজস্ব ভাষা বৈশিষ্ট্য।

৫৮. লাপত্য নাই পাইট্যা ডাগর।

লাপত্যে — ১.ম> প হয়েছে। ২. অন্তে 'য়'/'য'। ফলা বাঁকুড়ার একটি নিজস্ব ভাষা রীতি।

পাইট্যা — আ>অ্যা ধ্বনি পরিবর্তন।

৬৯. ঠাকুর ঘরে ক্যার‍্যা / আমিত কলা খাই নাই।

ক্যা, র‍্যা — উচ্চ মধ্য অর্ধসংবৃত 'এ' থেকে নিম্ন মধ্য বিবৃত 'অ্যা' এর প্রয়োগ।

৬০. গেঁয়া যোগী ভিক পাই নাই।

গেঁয়া — গেঁয়ো>গেঁয়া। ও>আ ধ্বনি পরিবর্তন।

ভিক — ১. অন্তে স্বরলোপ হয়েছে ভিক>ভিক্ষা। ২. খ>ক বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ থেকে বর্গের প্রথম বর্ণে মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি অল্পপ্রাণ।

৬১. লাইজ্জ্যা বামুন কেশ্যা চোর / চাষি যদি হয় আমোদ খর / বষ্টম খঁড়্যা ক্যায়েত মুখখু / এই পাঁচ শালারই সদাই দুখ্যু।

লাইজ্জ্যা, কেইশ্যা — লজ্জা> লাইজ্জ্যা।কেশা>কেইশ্যা। অপিনিহিতির 'ই' ধ্বনির পূর্বে উচ্চারিত হয়েছে।

খড়্যা — খড়া>খড়্যা। আ>অ্যা ধ্বনির পরিবর্তন অন্তে হয়েছে।

ক্যায়েত — আ>অ্যা ধ্বনির পরিবর্তন

দু — দুঃখ>দুখখু। ঃ লুপ্ত হয়ে খ এর আগম হয়েছে।

৬২. বামুন বাঁন্দর মোষ / তিন থাকত্যে সরি বোস।

সরি — অর্থের সংকোচন,জিহ্বার আড়ষ্টতার কারণে, দ্রুত উচ্চারণের জন্যসরিয়ে>সরে>সরি হয়েছে।

থাকত্যে — থাকিতে>থাকত্যে। অন্তে 'ত্য'/'য' ফলা হয়েছে।

৬৩. ফাঁট্যা দিয়াল, খেঁপ্যা শিয়াল গ্যাড়া মুসুলবান, তিন শালাই সমান।

ফাঁট্যা, খেঁপ্যা — ১. আ>অ্যা ধ্বনির পরিবর্তন। ২. আদিতে স্বত্বোনাসিক্যীভবন ঘটেছে।

দিয়াল — ১. এ স্বরধ্বনি 'ই' স্বরধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে। দেয়াল >দিয়াল। এ>ই।

মুসুলবান — মুসুলমান>মুসুলবান। ১. উ ধ্বনির আগম। ২. ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন ম>ব।

৬৪. ঘুঘু দেখেচু ফাঁদ দেখুন্নাই।

দেখেচু — দেখেছ>দেখেচু। ১. দেখেছ>দেখেচ। ২. দেখেচ>দেখেচু ।অ>উ স্বরধ্বনি।

৬৫. নিজের গায়ে গু লোককে বলে সরি শু।

গরি — সরিয়ে>সরে>সরি ।উচ্চরণের দ্রুততার জন্য, জিহ্বার আড়ষ্টতার কারণে - সরিয়ে>সরি

শু — শো>শু। ও>উ ধ্বনির পরিবর্তন। (শয়ন অর্থে)

৬৬. লাবের গুড় পিঁমড়্যায় খাই।

লাব — লাভ>লাব। ভ>ব

৬৭.লবে লবে লবান্ন।

লবে — ১. লোভ>লব। ও>অ স্বরধ্বনির পরিবর্তন। ২. ভ>ব এর পরিবর্তন। মহাপ্রাণ ধ্বনি থেকে অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিবর্তন হয়েছে।

লবান্ন — 'ন' ধ্বনি এবং 'ল' ধ্বনি পরস্পর প্রতিস্থাপিত হয়েছে। ন>ল এর বিপর্যাস ঘটেছে। নবান্ন>লবান্ন।

৬৮. ডম দিল নাই কুলাট্যা / এঁটক্যে গেল কি বিয়্যাট্যা।

বিয়্যা — বিয়ে>বিয়া>বিয়্যা। এ>আ>অ্যা।

এঁটক্যে — আটকে>এটক্যে>এঁটক্যে।

৬৯. তুর ন্যানাট্যা নাই পাইট্যা ডাগর।

তুর — তোর>তুর। উচ্চ-মধ্য, অর্ধসংবৃত 'ও' স্বরধ্বনি থেকে উচ্চ সংবৃত 'উ' স্বরধ্বনির আগাম।

ন্যানট্যা, পাইট্যা — আ>আ্য ধ্বনির পরিবর্তন

৭০. যাঁর আঁায় নাই তার সেবাট্যা ডাগর।

আঁয় — আয়>আঁয় স্বত্বোনাসিক্যীভবন ঘটেছে

যাঁর — যার >যাঁর

সেবাট্যা — সেবাটা>সেবাট্যা। অন্তে আ>আ্য ধ্বনির পরিবর্তন

৭১. কুকুর ভেকাই হাঁতি চলে যায়।

ভেকাই — ভুক>ভেক+আই (চিৎকার অর্থে)

হাঁতি — হাতি>হাঁতি। স্বত্বোনাসিক্যীভবন

৭২. ঢেঁকি যতই লাচুক গড়্যে পইড়ব্যেক।

লাচুক —'ন' ব্যঞ্জন ধ্বনি পরিবর্তিত হয়েছে 'ল'তে। ন>ল এর বিপর্যাস ঘটেছে।

হাঁতি — হাতি>হাঁতি। স্বত্বোনাসিক্যীভবন ঘটেছে।

৭৩. ঢেঁট্যা গরুর চ্যায়্যেঁ শূন্য গুহাইল ভাল্য। (গুহাইল)

ঢেঁট্যা — ঢেটা>ঢেট্যা>ঢেঁট্যা। ১. আ>অ্যা ধ্বনির পরিবর্তন।

২. স্বত্বোনাসিক্যীভবন ঘটেছে।

গুহাইল — ১. গোয়াল>গুয়াল। ও>উ ধ্বনির পরিবর্তন।

২. গুয়াল >গুহাল। য়>হ ধ্বনির পরিবর্তন। ৩. গুহাইল শব্দে অপিনিহিত ঘটেছে।

৭৪. চরের মা লাইজ্যে কাঁন্দে নাই।

চর — চোর>চর । ও>অ ধ্বনির পরিবর্তন।

লাইজ্যে — লাজে>লাইজ্যে। অপিনিহিতির প্রয়োগ ঘটেছে।

৭৫. তুই যদি আসলের পুত / লাইজ্যা মুড়া খ্যায়েঁ উঠ।

লাইজ্যা, মুইড়্যা — লেজা>লাইজ্যা,মুড়া>মুইড়্যা 'ই' ধ্বনি পূর্বে উচ্চরিত হয়েছে। অপিনিহিত প্রয়োগ ঘটেছে।

উঠ — ওঠ>উঠ। ও>ঠ ধ্বনির পরিবর্তন।

৭৬. কাত্তিকে কুকুর মাতে / কাঁড়া মাতে ভাদরে ।

ভাদর, কাত্তিক — কার্ত্তিকে > কাত্তিক, ভাদ্র > ভাদর।

কাঁড়া — কাড়া > কাঁড়া। আনুনাসিক ধ্বনির প্রয়োগে ' ঁ ' আগম।

৭৭. শিয়াল গেল্য খাল্যে / শুগনি গেল্য ডাল্যে।

শিয়াল — মধ্য ব্যঞ্জন লোপের কারনে শৃগাল > শিয়াল পরিবর্তিত হয়েছে।

শুগনি — ১. ঘোষী ভবনের নিয়মরীতিতে বর্গের প্রথম বর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে বর্গের তৃতীয় বর্ণে। ক>গ। শুকুনি>শগুনি।

২. মধ্য স্বরধনির লুপ্ত হয়েছে দ্রুত উচ্চারণের জন্য। শুগুনি>শগনি

৩. আদি স্বরধ্বনির আগম হয়েছে। শগনি>শুগনি

গেল্য — অন্তে 'অ্যা' ধ্বনির আগম। অ>অ্যা ধ্বনি

৭৮. এঁড়্যার মতুন চ্যায়েঁ আছে ছুটু দেউরট্যা।

ছুটু, দেউর — ছোট>ছুটু। দেওর>দেউর। ও>উ ধ্বনি পরিবর্তন

৭৯. খাব্যেক নাই চিনি আঁট্যা / খ্যাত্যেঁ খুঁজে চ্যাঁ পরট্যা।

খাব্যেক — স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয় যোগে খাবেক হয়েছে। ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি অনুযায়ী 'ক' ব্যাঞ্জনের আগম।

আঁট্যা, চ্যাঁ — স্বতোনাসিক্যীভবন ঘটেছে।

গ. মান্য ভাষার প্রবাদে অন্তর্মুখী বিষয়ের অর্থগত মিল থাকা সত্ত্বেও বাঁকুড়ার প্রবাদে রূপগত বৈচিত্র্যটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। সংগৃহীত আঞ্চলিক প্রবাদগুলির বৈসাদৃশ্য :

১. পরের ল্যাজ্যে প্যাড়ল্যে পা / তুলা পানা ঠ্যেক্যে / নিজের ল্যাজ্যে প্যাড়ল্যে পা/ ক্যাঁক করে উঠ্যে। এই অঞ্চলে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার বেশি।

২. তোর বঠেতে মান নাই / তোর কথাতে কাজ নাই।

এই অঞ্চলে অস্ত্যর্থক ক্রিয়া হিসাবে বেশি ব্যবহৃত হয় 'বট' ধাতু/ক্রিয়াটি। কখনো কখনো 'বট' ধাতু উচ্চারণ বিকৃত হয়ে বঠুস, বঠে, বটুস হয়ে থাকে।

৩. যাঁর বিহাঁ তারহুঁশ নাই/পাড়া পড়সির ঘুমঁ নাই।

নস্ত্যর্থক ক্রিয়ার ব্যবহারে নাই, লাই, লয় হয়ে থাকে।

৪. নাইক মাগীর খাইক বেশি / নির্ধনা মাগীর গরব বেশি।

নস্ত্যর্থক নাই এর উত্তর স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয় মহাপ্রাণ রূপে ব্যবহৃত হয় ।

৫. লিইধন্যার (ধন নেই যার) ধন হ্যল্যে দিনে দ্যেখ্যে তারা / লির্ভাতারীর (স্বামী নেই যার) ভাতার হল্যে বাসে বাপের পারা।

সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ।

৬. বামুন লয় পরকে (পরকে জন্য) / বাউরি লয় ঘরকে (ঘরের জন্য)।

অধিকরণ কারকে 'কে' বিভক্তি হয়। বিভক্তিহীন সম্প্রদান কারকও লক্ষ্যণীয়।

৭. যতই কর হাঁই ফাঁই / বাঁঞ্জা মিঞার ছ্যেল্যা নাই।

রূপ গঠনে 'আমি', 'তুমি' উহ্য থাকে।

৮. ১.নাই মামাকে কানা মামা। ২. নাইক মাগীর খাইক বেশি / নির্ধনা মাগীর গরব বেশি। ৩. কি বইলব তুমাকে লাজ পাচ্ছে আমাকে।

কৃৎ প্রত্যয়- 'ক' প্রত্যয়ের বিপুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

৯. ফঁবর‍্যা ঢেঁকির আওয়াজ বেশি।

তদ্ধিত 'রা' প্রত্যয়ের ব্যবহার ।

১০. ১. আইরে কুকুর আমার আশ্যে / ভাত দুব তখে পোষ মাসে। ২. চরের মন পুঁই খাড়া।

নামপদ ও বিশেষণ পদগুলির 'ও' কারের স্বরলোপের কারণে বিশিষ্ট বাগভঙ্গির সৃষ্টি করেছে। তোকে>তখে, চোর>চর।

১১. মনে কর‍্যে ছিল্যম খাব চিঁড়্যা দই / বিধাতা লিখে দিল্য মুড়ি বাতাসা খই।

অসমাপিকা ক্রিয়ায় অপিনিহিতির 'ই' ধ্বনির লুপ্ত হয়ে অভিশ্রুতির এ>অ্যা প্রয়োগ।

১২. সাধারণ নির্দেশক সর্বনাম পদগুলি চলিত ভাষায় বিকৃত রূপে উচ্চারিত হয়।

উয়ার, ইটা, উখানে, হিঁয়া।

১৩. অসটা দেখে জসট্যা বেরাল্য।

'অ' নঞর্থক অর্থে তৎসম উপসর্গ।

১৪. বিয়াই খ্যায়্যেঁ ল্যেঁ খ্যায়্যেঁ ল্যেঁ নতুন ধানের চিঁড়্যা / আগলি ধারের জল ঘটিটা পিছলি ধারে পিঁড়্যা।

'অ্যা' অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার ।

১৫. নাই মামার চ্যায়্যেঁ কানা মামা ভাল্য।

অপাদান কারকে 'এ' বিভক্তি ।

১৬. বিয়াই খ্যায়্যেঁ ল্যেঁ খ্যায়্যেঁ ল্যেঁ নতুন ধানের চিঁড়্যা / আগলি ধারের জল ঘটিটা পিছলি ধারে পিঁড়্যা।

করণকারকে 'এ' বিভক্তি।

১৭. ঘরের শত্তুর বিবিসন।

সম্বন্ধপদে 'এর' বিভক্তি

১৮. দুশমনকে উচ্চ পিড়িয়া।

কর্মকারকে 'এ' বিভক্তি।

১৯. যে বনে বাগ নাই সে বনে হাঁতি নাই।

প্রবাদে কর্তা বাচক গুচ্ছ লক্ষ্য করা যায়।

২০. কান টানল্যে মাথা আস্যে।

অসমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত অসম্পূর্ণ বাক্য ।

২১. উল্টা নামে হুড়কা ঘুচা।

হুড়কা : হুড়+কা (কৃৎ প্রত্যয়, কা)।

২২. কাঁচের চুড়িহি লখ পালিশ / লাল রঙের টিকপাতা / পায়ের তড়া ফুলাম তেল / আর দিব্যেক জরির ফিতা।

ফুলাম : ফুল+আম (তদ্ধিত প্রত্যয়, অম/আম)।

দিব্যেক : সার্থিক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে (তদ্ধিত প্রত্যয়)।

২৩. গ্যাড়গেড়্যাত্যে ভর্তি পুর / মিষ্টি পিঠ্যা খেজুর গুড়।

গ্যাড়গেড়্যা : গ্যাড়গেড়া+ইয়া (তদ্ধিত প্রত্যয়, অন)

২৪. ফঁবর‍্যা ঢেঁকির আওয়াজ বেশি।

ফঁবর‍্যা : ফোঁপ+রা (তদ্ধিত প্রত্যয়, রা প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ফঁবরা হয়েছে)।

২৯. রামের মা কৌশল্যা রানি / ভাত দিয়ে খা জন্দ্যা আমানি।

জন্দ্যা : জন্দ+আ, আ প্রত্যয় (তদ্ধিত প্রত্যয়)

৩০. ভিক্কার চাল আবার কাড়া না আকাড়া।

কাড়া : কাড়+আ (কৃৎ প্রত্যয়, আ)।

৩১. জুমড়্যা কাঠের ঢেঁকি ।

জুমড়া : জুমড়া+অ্যা (তদ্ধিত প্রত্যয়)।

'ইয়া', 'ইয়' দ্রুত উচ্চারণের জন্য আ বা অ্যা হয়ে যায়। বাঁকুড়ার এই প্রত্যয় যুক্ত শব্দের ব্যবহার অসংখ্য।

৩২. লাউ কাটত্যে পারে নাই ছুড়ি / ডিংল্যা কাটত্যে দৌড়াদৌড়ি।

ডিংল্যা : ডিংলা +আ (তদ্ধিত প্রত্যয়)।

'ইয়া', 'ইয়' দ্রুত উচ্চারণের জন্য 'আ' বা 'অ্যা' হয়ে যায়। বাঁকুড়ার এই প্রত্যয় যুক্ত শব্দের ব্যবহার অসংখ্য।

৩৩. নিগুণ্যা সাপের ফণা কুলার মতন বড়।

নিগুণ্যা : নিগুণা +অ্যা (তদ্ধিত প্রত্যয়)।

'ইয়া', 'ইয়' দ্রুত উচ্চারণের জন্য আ বা অ্যা হয়ে যায়। বাঁকুড়ার এই প্রত্যয় যুক্ত শব্দের ব্যবহার অসংখ্য।

৩৪. এঁড়্যার মতুন চ্যায়েঁ আছে ছুট্ট দেউরট্যা।

ছুট্ট : ছোট+উ, তুচ্ছার্থে ব্যক্তি নামে উ প্রত্যয়।

৩৫. বিঁহায় খ্যায়েঁ ল্যে খ্যাঁয়ে ল্যে সরু ধানের চিঁড়্যা / আগলি ধারে জল ঘটিটা পিছলি ধারে পিঁড়্যা।

আগলি, পিছলি : অগ্র+লি, পশ্চাৎ+লি (তদ্ধিত প্রত্যয়। লি প্রত্যয়)।

৩৬. গুমা হলেও ময়দা ভাল / বেদা হলেও বনাদী ভাল।

গুমা : গুম <গ্রীষ্ম সং+আ, (বিবর্ণ হয়ে যাওয়া) তদ্ধিত প্রত্যয়।

৩৭. চলে যদি মনোহারী কি করব্যেক জমিদারি।

মনহারী : মনহিয়ার (হিন্দী)+ই>মণিহারী >মনহারী। (তদ্ধিত প্রত্যয়)।

৩৮. রাধা দিল্য মাড়ুলি / কিষণ দিল পদধূলী।

মাড়ুলি : সং মণ্ড>মাড়+উলি (তদ্ধিত প্রত্যয়)।

৩৯. বামুন লয় পরকে / বাউরি লয় ঘরকে ।

ঘরকে : ঘর+কে (তদ্ধিত প্রত্যয়)।

পরকে : পর+কে (তদ্ধিত প্রত্যয়)।

৪০. উদমা ঢেঁকির হড়কা পাহার।

উদমা : উদম+আ (তদ্ধিত প্রত্যয়)।

পাহার : সং পদ>পা+আ (তদ্ধিত প্রত্যয়)।

৪১. অসটা দেখে জসটা।

জসটা : কর্মে শুণ্য বিভক্তি।

অসটা : অপাদানে শুণ্য বিভক্তি।

৪২. ক্যান্দ গাছে ক্যাল্লাই ট্যা ।

ক্যাল্লাই : কর্ম কারকে শূন্য বিভক্তি (ক্রিয়াপদ উহ্য)

৪৩. বাউরির বিরির ডাল - বাক্যে ক্রিয়াপদ নেই।

৪৪. ট্যাটা গরুর চ্যায়েঁ শূন্য গুহাইল ভাল্য।

চ্যায়েঁ : অপাদান কারকে ‘এ’ বিভক্তি।

গুহাইল : কর্ম কারকে শুন্য বিভক্তি।

৪৫. ঘুঘু দেখেচু ফাঁন্দ দেখুন্নাই ।

ঘুঘু : কর্ম কারকে শুণ্য বিভক্তি।

ফাঁন্দ : কর্ম কারকে শুণ্য বিভক্তি।

৪৬. ক্যাঙ্গলাসের দোড় রন্দগড়্যা ।

ক্যাঙ্গল্যাস : কর্তৃকারকে 'এর' বিভক্তি।

রন্দগড়্যা : অপাদানে শুণ্য বিভক্তি।

৪৭. খ্যাড় দিয়ে যে মাথা বান্দে / তারও ভাতার হব্যেক।

খড় দিয়ে : করণ কারকে 'দিয়ে' অনুসর্গ।

৪৮. উপর থেকে পড়ে গেল দু মুখা সাপ / যার যেথায় ব্যাথা তার সেথায় হাত।

উপর থেকে : অপাদান কারকে 'থেকে' উপসর্গ।

সেথায় : অধিকরণ কারকে 'য়' বিভক্তি।

* ১.আশু —আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য', ষষ্ঠ খণ্ড প্রবাদ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৯ সাল, দে'জ পাবলিশিং, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-০৯।

*২. ওয়াকিল আহমদ —ওয়াকিল আহমদ, 'প্রবাদ ও প্রবচন', প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, আনন্দ ধারা, ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০।

*৩. জেম্‌সলঙ —জেম্‌স রেভারেণ্ড লঙ, 'প্রবাদমালা', প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৮, নবপত্র প্রকাশন, পটুয়া টোলা লেন, কলকাতা-০৯।

*৪. দুলাল —দুলাল চৌধুরি, 'প্রবাদকোষ', প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০১২, দে'জ পাবলিশিং, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।

*৫.বরুণ —বরুণ কুমারচক্রবর্তী, 'বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র', পঞ্চম সংস্করণ, নববর্ষ ১৪২১, অর্পণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা-৭৩।

*৬.হানীফ —মোহাম্মদ হানীফ পাঠান, ‘বাংলা প্রবাদ পরিচিত’, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৮২, প্রথম অবসর প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩, ৪৬/১ হেমন্ত দাস রোড সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।

*৭. হানীফ মোহম্মদ হানীফ পাঠান, ‘বাংলা প্রবাদ পরিচিতি’, প্রথম অবসর প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০১২, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৭৬, অবসর প্রকাশনা, হেমন্ত দাস রোড, ঢাকা-১১০০

*৮.সুশীল — সুশীল কুমার দে সম্পাদিত, ‘বাংলা প্রবাদ ছড়া ও চলিত কথা’, দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র-১৩৫৯, এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-০৯।

তথ্যসূত্র :

নমিতা মণ্ডল, ‘বাঁকুড়া কেন্দ্রিক মল্লভূমের উপভাষা’, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৮৯, বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি একাদেমি, বাঁকুড়া।